AI যুগে
শিখতে শেখা

যে পৃথিবী প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে, সেখানে কীভাবে শেখা, চিন্তা করা ও এগিয়ে চলা যায়

দিনেশ চন্দ্র রাওয়াত

লেখক • পরিবেশকর্মী • উদ্যানবিদ্যা উদ্যোক্তা • স্বাধীন গবেষক

Glories of India Publications

www.dineshrawat.com

কপিরাইট

AI যুগে শিখতে শেখা
যে পৃথিবী প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে, সেখানে কীভাবে শেখা, চিন্তা করা ও এগিয়ে চলা যায়

কপিরাইট © 2026 দিনেশ চন্দ্র রাওয়াত
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

কপিরাইট ধারকের Noto Serif Bengali পূর্বলিখিত অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ কোনো রূপে বা কোনো মাধ্যমে—ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য কোনো উপায়ে—পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রেরণ বা বিতরণ করা যাবে না; তবে পর্যালোচনায় সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এবং প্রযোজ্য আইনে অনুমোদিত ব্যবহার এর ব্যতিক্রম।

এই বইয়ে উপস্থাপিত ভাবনা ও অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষা ও তথ্যের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। আইন, অর্থনীতি, চিকিৎসা, নিয়মকানুন বা অন্য কোনো বিশেষজ্ঞ-নির্ভর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পাঠকের নিজস্ব বিচারবোধ ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনে যোগ্য বিশেষজ্ঞ বা সরকারি/আধিকারিক সূত্রের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

এই বইয়ে উল্লিখিত কিছু ঐতিহাসিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। সেগুলি মূলত লেখকের শেখা ও গবেষণার প্রক্রিয়া বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে; প্রতিটি ব্যাখ্যাকে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঐকমত্য হিসেবে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে নয়।

প্রথম সংস্করণ: 2026
লেখক: দিনেশ চন্দ্র রাওয়াত
প্রকাশক: Glories of India Publications
ওয়েবসাইট: www.dineshrawat.com
ISBN: _____
মুদ্রিত ও ডিজিটাল সংস্করণ
ভারতে মুদ্রিত

উৎসর্গ

প্রত্যেক সেই মানুষকে, যার এখনও সাহস আছে বলতে:

“আমি এখনও এটা জানি না—কিন্তু আমি শিখতে পারি।”

এবং সেই সব মানুষ, বই, স্থান, অভিজ্ঞতা, সাফল্য ও ব্যর্থতাকে, যারা সারাজীবন আমার শিক্ষক হয়ে থেকেছে।

এই বই আমি সেই তরুণ প্রজন্মকেও উৎসর্গ করছি, যারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে প্রবেশ করছে।

AI তোমাদের আরও বিস্তৃত সুযোগ, আরও জ্ঞান এবং আরও দ্রুত শেখার পথ দিক—কিন্তু তোমাদের কৌতূহল, বিচারবোধ এবং নিজের মাথায় চিন্তা করার ক্ষমতা যেন কখনও হারিয়ে না যায়।

প্রশ্ন করতে থাকো। লক্ষ্য করতে থাকো। ভাবতে থাকো। শিখতে থাকো।

— দিনেশ চন্দ্র রাওয়াত

কৃতজ্ঞতা

কেউ একা শেখে না।

বছরের পর বছর আমি যে সামান্য বোঝাপড়া অর্জন করেছি, তার পেছনে অসংখ্য মানুষ ও অভিজ্ঞতা রয়েছে—পরিবার, সহকর্মী, কর্মচারী, ক্রেতা, সরবরাহকারী, ব্যাঙ্কার, মালি, গবেষক, পাঠক, শিক্ষক, বন্ধু এবং ভ্রমণে দেখা মানুষজন।

অনেকে আমাকে সচেতনভাবে শিখিয়েছেন। আবার অনেকে হয়তো কখনও জানেনও না যে তাঁদের কাছ থেকে আমি কিছু শিখেছি।

আমার পরিবারের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। জীবনের কঠিন ও সফল—দুই সময়েই তারা আমার সঙ্গে থেকেছে এবং আমার কাজকে অর্থ দিয়েছে।

ব্যবসা, উদ্যানবিদ্যা, পরিবেশ, গবেষণা, প্রকাশনা এবং নানা প্রকল্পে যাঁরা আমার সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। বাস্তব কাজ আমার সবচেয়ে বড় শ্রেণিকক্ষগুলির একটি।

বইও সারাজীবন আমার সঙ্গী। কিছু বই আমাকে তথ্য দিয়েছে; কয়েকটি আমার চিন্তার দিশা বদলে দিয়েছে। জীবনের এক কঠিন সময়ে হাতে আসা The Law of Success-এর পুরনো কপিটি সেই যাত্রায় বিশেষ স্থান ধরে আছে।

বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতিতে ভ্রমণ আমাকে আর-এক ধরনের শিক্ষা দিয়েছে। যাঁরা নিজেদের বাড়ির দরজা খুলেছেন, অভিজ্ঞতা ভাগ করেছেন এবং আমাকে পৃথিবীকে অন্য চোখে দেখতে সাহায্য করেছেন, তাঁরা আমার বোঝাপড়াকে কোনো শ্রেণিকক্ষের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত করেছেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমার শেখার যাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। AI আমাকে প্রশ্ন তুলতে, ভাবনা গুছিয়ে নিতে, বিকল্প তুলনা করতে এবং দ্রুত প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। এই বইটিও দেখায়—দশকের মানবিক অভিজ্ঞতা ও নতুন প্রযুক্তি একত্রে কতটা শক্তিশালী হতে পারে, যদি মানুষের বিচারবোধ ও অভিজ্ঞতা কেন্দ্রে থাকে।

শেষে, এই বইটি কৌতূহল নিয়ে হাতে নেওয়া প্রত্যেক পাঠককে ধন্যবাদ। যদি একটি ভাবনাও আপনাকে আরও ভালো প্রশ্ন করতে, এমন কিছু শিখতে যা আগে কঠিন মনে হত, অথবা বহুদিন ধরে ফেলে রাখা কোনো কাজ শুরু করতে সাহায্য করে—তবে এই বই তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছে।

— *দিনেশ চন্দ্র রাওয়াত*

AI ব্যবহারের বিষয়ে একটি কথা

এই বই তৈরির সময় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন টুল ব্যবহার করা হয়েছে উপাদান গুছিয়ে নিতে, পুনরাবৃত্তি শনাক্ত করতে, কাঠামো উন্নত করতে এবং ভাষা আরও পরিষ্কার করতে।

তবে এই বইয়ের অভিজ্ঞতা, ভাবনা, বিচার, সংশোধন এবং চূড়ান্ত দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখকের।

সূচিপত্র

ভূমিকা — আমি এই বই কেন লিখলাম

1. শেখার জগৎ কেন বদলে গেছে

2. স্কুলে পড়া আর শেখা এক কথা নয়

3. কৌতূহলই শেখার শুরু

4. ভালো প্রশ্ন করতে শিখুন

5. পর্যবেক্ষণ: শেখার ভুলে যাওয়া দক্ষতা

6. মানুষ, স্থান ও অভিজ্ঞতা থেকে শিখুন

7. কম পড়ুন, বেশি বুঝুন

8. যা শিখবেন তা মনে রাখবেন কীভাবে

9. ভুলও শেখার অংশ

10. AI-কে শেখার সঙ্গী করুন

11. AI-কে আপনার হয়ে ভাবতে দেবেন না

12. নিজের ব্যক্তিগত শেখার ব্যবস্থা গড়ে তুলুন

13. সারাজীবন শেখার ক্ষমতা ধরে রাখুন

7 দিনের ‘শিখতে শেখা’ চ্যালেঞ্জ

প্রিন্টযোগ্য দৈনিক শেখার ওয়ার্কশিট

এই বইয়ের 10টি মূল শিক্ষা

শেষ প্রতিফলন — এখন আপনি কী বদলাবেন?

ব্যক্তিগত শেখার স্ব-মূল্যায়ন

স্কোর কীভাবে হিসাব করবেন

স্কোর নথিভুক্ত করার ওয়ার্কশিট

আমার ব্যক্তিগত শেখার পরিকল্পনা

লেখক সম্পর্কে

ভূমিকা

আমি এই বই কেন লিখলাম

1987 সালে আমি তিরিশের গোড়ায়। বিবাহিত, তিন সন্তানের বাবা, এবং পরিবারের জন্য একটি নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।

সময়টা আরামের ছিল না। ছিল দায়িত্ব, অনিশ্চয়তা, উপার্জনের চাপ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার চাপ—আর সব সময় এটাও জানতাম না যে যা করছি, তা ঠিক কি না।

সেই সময় আমি একটি পুরনো বইয়ের সেকেন্ড-হ্যান্ড কপি কিনলাম—The Law of Success।

বইটি তখনই কয়েক দশকের পুরনো। কিন্তু আমার জীবনে সেটি যেন একেবারে সঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছিল।

আমি বইটি পড়ছিলাম পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া ছাত্রের মতো নয়, বরং এমন একজন মানুষের মতো যে জীবন নিয়ে উত্তর খুঁজছে।

আমি জিজ্ঞেস করছিলাম না: "পরীক্ষায় কী আসবে?"

আমি জিজ্ঞেস করছিলাম: "আমি আমার পরিস্থিতি কীভাবে বদলাব?"

এই পার্থক্যই আমার কাছে শেখার অর্থ বদলে দিল।

বইটি আমার সমস্যাগুলি মুছে দেয়নি। তার চেয়েও জরুরি কাজ করেছে—আমাকে নিজের চিন্তাকে পরীক্ষা করতে বাধ্য করেছে।

- আমার মনোভাব কেমন?
- কোন বিশ্বাসগুলি আমাকে সীমাবদ্ধ করছে?
- ব্যর্থতার মুখে আমি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাই?
- আমি কি আমার মনকে অন্যভাবে প্রশিক্ষণ দিতে পারি?
- ভিন্নভাবে ভাবা কি ভিন্নভাবে কাজ করার পথ খুলতে পারে?

এই প্রশ্নগুলি আমার সঙ্গে থেকে গেল।

ধীরে ধীরে বুঝলাম, শেখা মানে শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়। শেখা আমাদের সমস্যা দেখার ভঙ্গি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধরন এবং জীবনযাপনের পদ্ধতি বদলে দিতে পারে।

আজও সেই পুরনো বইটি আমার লাইব্রেরিতে বিশেষ জায়গায় রাখা আছে।

খুব ব্যক্তিগত অর্থে আমি কখনও কখনও তাকে 'আমার গীতা' বলেছি—ধর্মীয় বা দার্শনিক মর্যাদার তুলনা হিসেবে নয়, বরং কারণ এটি সেই বিরল বইগুলির একটি, যার কাছে আমি বারবার দিশা খুঁজতে ফিরে গেছি।

সেই অভিজ্ঞতা আমার শিক্ষাজীবনের অন্যতম মোড়—এবং তা ঘটেছিল স্কুল ছাড়ার অনেক পরে।

এই বইয়ের প্রকৃত শুরু সেখানেই।

আমার আসল শিক্ষা স্কুলের পরে শুরু

আমার শৈশবের পড়াশোনা আমার প্রজন্মের বহু মানুষের মতোই ছিল—স্কুলে যাও, যা পড়ানো হয় মনে রাখো, পরীক্ষায় লিখে দাও, তারপর পরের শ্রেণিতে ওঠো।

হায়ার সেকেন্ডারির পর কাজের জগতে ঢুকে বুঝলাম, বাস্তব জীবন একেবারেই অন্য নিয়মে চলে।

কোনও সিলেবাস ছিল না।

কোনও শিক্ষক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন না।

কোনও বইয়ের শেষে উত্তর লেখা ছিল না।

আগে সমস্যা আসত। শেখা তার পরে।

মানুষ, ব্যবসা, বিশ্বাস, ঝুঁকি, যোগাযোগ এবং দায়িত্ব আমাকে শিখতেই হয়েছে, কারণ জীবন সেই শিক্ষা দাবি করছিল।

পরে এসেছে আন্তর্জাতিক ব্যবসা, ভ্রমণ, বাগান ও উদ্যানবিদ্যা, বক্তৃতা, পরিবেশ, ইতিহাস-গবেষণা, লেখা, প্রকাশনা, ওয়েবসাইট, ডিজিটাল প্রচার, রপ্তানি এবং সাম্প্রতিক সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

এই বিষয়গুলির কোনওটাই কোনও পরিকল্পিত পাঠ্যক্রম ধরে আমার জীবনে আসেনি। প্রতিটি এসেছে কোনও লক্ষ্য বা বাস্তব সমস্যার কারণে।

এটাই হয়ে ওঠে আমার বাস্তব শিক্ষা।

শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষা চলতেই থাকে

বছরের পর বছর ধরে বুঝেছি—'শিক্ষা' আর 'শেখা' একই জিনিস নয়।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি দিতে পারে, কিন্তু তার পরে শেখার ক্ষমতাই হয়তো জীবনের অনেকটা পথ নির্ধারণ করে।

ব্যবসা আমাকে এমন সব শিক্ষা দিয়েছে যা স্কুলে পাইনি।

ভ্রমণ শৈশবের বহু ধারণাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

বাগান আমাকে শিখিয়েছে—তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তের চেয়ে মন দিয়ে দেখা বেশি মূল্যবান।

ঐতিহাসিক গবেষণা শিখিয়েছে—পুরনো সিদ্ধান্তকে নতুন প্রমাণের সামনে খোলা রাখতে হয়।

সাফল্য বিষয়ক ক্লাস নেওয়ার অভিজ্ঞতা আমাকে দেখিয়েছে—কোনো ধারণা অন্যকে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারা নিজের বোঝাপড়ার অন্যতম সেরা পরীক্ষা।

AI প্রশ্নটাই বদলে দিয়েছে

মানব ইতিহাসের অধিকাংশ সময়ে শেখার বড় সমস্যা ছিল তথ্য পাওয়া।

আজ সমস্যা প্রায় উল্টো—তথ্য অতিরিক্ত।

সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর পাওয়া যায়। কঠিন বিষয়ের সারাংশ তৈরি হয়। নথি বিশ্লেষণ করা যায়। ভাবনা গুছিয়ে নেওয়া যায়। একজন নবীনও এমন প্রশ্ন করতে পারেন, যার জন্য একসময় বিশেষজ্ঞ বা বড় লাইব্রেরির দরকার হত।

এটি অসাধারণ সুযোগ। কিন্তু এর মধ্যে ঝুঁকিও আছে।

- যদি মেশিন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, আমরা কি প্রশ্ন করতে শিখব?
- যদি মেশিন আমাদের হয়ে লিখে দেয়, আমরা কি নিজের ভাবনা গুছিয়ে নিতে শিখব?
- যদি সে সমস্যা সমাধান করে দেয়, আমরা কি সমস্যাটি বুঝতে ধৈর্য রাখব?

আমি এই ঝুঁকিকে কখনও কখনও ‘flat mind’ বা ‘সমতল মন’ বলি—তথ্যে ভরা কিন্তু গভীরতা কম এমন মন।

এই বইয়ের উদ্দেশ্য আপনাকে আরও বেশি তথ্য জমাতে শেখানো নয়। উদ্দেশ্য—আরও ভালোভাবে শিখতে সাহায্য করা।

আজ শেখা বলতে কী বোঝায়?

আমার কাছে আজ শেখা মানে:

- উপকারী প্রশ্ন করতে পারা,
- প্রাসঙ্গিক তথ্য খুঁজে বের করা,
- শুধু নকল না করে বুঝতে পারা,

- মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা,
- মানুষ ও অভিজ্ঞতা থেকে শেখা,
- প্রমাণ যাচাই করা,
- যা গুরুত্বপূর্ণ তা মনে রাখা,
- ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া,
- AI-কে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করা,
- এবং শেখা বিষয় বাস্তব জীবনে কাজে লাগানো।

এই ক্ষমতাগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, কারণ আগামী দিনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান বদলাতে থাকবে।

দশ বা কুড়ি বছর পরে কোন দক্ষতা দরকার হবে, তা আজ কেউ জানে না। কিন্তু নতুন কিছু শেখার ক্ষমতা আমরা শক্তিশালী করতে পারি।

এই ক্ষমতাই বেশি স্থায়ী।

এটি কোনও পাঠ্যপুস্তক নয়

আমি শিক্ষা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে লিখছি না।

এই বই প্রধানত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে।

ব্যবসায়িক আলোচনা, ভুল, ভ্রমণ, বাগান, বই, ঐতিহাসিক স্থান, কথোপকথন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রকল্প—এসবের মধ্য দিয়ে আমি শিখেছি।

এই বই লিখতেও আমি শিখেছি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দশকের ছড়ানো অভিজ্ঞতাকে গুছিয়ে নিতে, পুনরাবৃত্তি কমাতে এবং ভাবনাকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু অভিজ্ঞতাগুলি এসেছে জীবন থেকে।

তাই বইটিকে ব্যবহারিক রেখেছি। এখানে জটিল তত্ত্বের চেয়ে প্রশ্ন বেশি, কঠিন পরিভাষার চেয়ে বাস্তব উদাহরণ বেশি, এবং এমন পদ্ধতি আছে যা সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো যায়।

কিছু ধারণা খুব সহজ মনে হতে পারে। সেটি ইচ্ছাকৃত। উপকারী শেখা সব সময় জটিল হতে হয় না।

আমার পটভূমি সম্পর্কে সংক্ষেপে

আমার জীবনের বড় অংশের শিক্ষা এসেছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে, কাজের মধ্যে দিয়ে। হায়ার সেকেন্ডারির পরে কাজ শুরু করি, পরে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় যুক্ত হই এবং বহু দেশ ভ্রমণ করি। সময়ের সঙ্গে আমার আগ্রহ বাড়ে উদ্যানবিদ্যা ও ল্যান্ডস্কেপিং, পরিবেশ, বক্তৃতা, ঐতিহাসিক গবেষণা, লেখা এবং প্রকাশনায়।

আমি Green Mall এবং Prakriti Bandhu Trust-এর প্রতিষ্ঠাতা। আজ আমার কাজে বাগান, পরিবেশ সচেতনতা, গবেষণা, বই এবং জনশিক্ষা একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত।

এখন পর্যন্ত আমি প্রায় এক ডজন বই লিখেছি—ভারতীয় সভ্যতা ও ইতিহাস, বাগান ও ল্যান্ডস্কেপিং, পরিবেশ এবং জীবনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নিয়ে। প্রতিটি বই আমার নিজের জন্যও শেখার প্রক্রিয়া ছিল, কারণ লিখতে গেলে গবেষণা, ভাবনা গুছিয়ে নেওয়া, প্রশ্ন তোলা এবং সহজ করে ব্যাখ্যা করা দরকার।

আমি শেখার তত্ত্বের কোনো একাডেমিক বিশেষজ্ঞ নই। আমার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ, প্রশ্ন, বাস্তব সমস্যা সমাধান এবং প্রয়োজনমতো শেখার মাধ্যমে।

এই পটভূমি থেকেই এই বই এসেছে।

এই বই কার জন্য

এই বই শুধু ছাত্রছাত্রীদের জন্য নয়।

এটি যে-কারও জন্য, যাকে বদলে যাওয়া পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়—কাজ শুরু করা তরুণ, নতুন প্রযুক্তির মুখোমুখি পেশাজীবী, ডিজিটাল টুল বুঝতে চাওয়া ব্যবসায়ী, নতুন আগ্রহ খোঁজা প্রবীণ, অভিভাবক, শিক্ষক, মালি, গবেষক বা যে-কোনও কৌতূহলী মানুষ।

এটি তাঁদের জন্যও, যাঁরা কখনও বলেছেন: “আমি এটা করতে জানি না।”

এই বাক্য কথোপকথনের শেষ হতে হবে না। এটাই শুরু হতে পারে।

এই বই কীভাবে ব্যবহার করবেন

এটি মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন না। ব্যবহার করুন।

কোনও অধ্যায়ে উপকারী প্রশ্ন পেলে নিজের বাস্তব সমস্যায় লাগান। কোনও পদ্ধতি পেলে পরীক্ষা করুন। কোনও কথা আপনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে না মিললে প্রশ্ন তুলুন।

উদ্দেশ্য প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে একমত হওয়া নয়। উদ্দেশ্য—আপনি কীভাবে শেখেন, সে বিষয়ে আরও সচেতন হওয়া।

এই বই সফল হলে একসময় তার পরামর্শের প্রয়োজন কমে যাবে, কারণ পদ্ধতিগুলি আপনার অভ্যাস হয়ে যাবে।

একটি ভাবনা সঙ্গে রাখুন

সব কিছু জানার দরকার নেই। যখন প্রয়োজন হবে, তখন কীভাবে শিখতে হয়—এটাই জানা দরকার।

এই বিশ্বাস আমার জীবনের অনেক পর্যায়ে আমাকে সাহায্য করেছে। আজ এর মূল্য আরও বেশি।

পৃথিবী বদলাবে। প্রযুক্তি এগোবে। AI আরও শক্তিশালী হবে।

কিন্তু যে মানুষ কৌতূহলী, পর্যবেক্ষণশীল, প্রশ্ন করতে সাহসী এবং শিখতে প্রস্তুত—তার কাছে এক অসাধারণ ক্ষমতা থাকবে:

পৃথিবী যখন নতুন প্রশ্ন সামনে রাখবে, তখন আবার শুরু করতে পারার ক্ষমতা।

অধ্যায় 1

শেখার জগৎ কেন বদলে গেছে

আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন শেখা বলতে মূলত মনে রাখা বোঝাত।

পাঠ মুখস্থ করতাম, পরীক্ষায় লিখতাম, তারপর পরের শ্রেণিতে উঠতাম। গণিত একটু আলাদা ছিল, কারণ সেখানে বুঝে সমস্যা সমাধান করতে হত। হয়তো সেই কারণেই তখন গণিত আমার খুব ভালো লাগত না।

হায়ার সেকেন্ডারির পরে কাজে ঢুকে ধীরে ধীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝলাম:

স্কুল আমাকে তথ্য দিয়েছিল, কিন্তু জীবন চাইছিল অন্য ধরনের শেখার ক্ষমতা।

ব্যবসায় কোনও বই আমাকে বলেনি—ক্রেতা, বিক্রেতা, ব্যাঙ্কার, কর্মচারী বা সহযোগীর বিশ্বাস ঠিক কীভাবে অর্জন করতে হয়।

মানুষের সঙ্গে কাজ করতে করতেই শিখেছি। বুঝেছি, বিশ্বাস চাইলেই পাওয়া যায় না; তা অর্জন করতে হয়।

ভ্রমণ আমাকে অন্য ধরনের শিক্ষা দিয়েছে। বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় বুঝলাম, আমরা নিজের অভ্যাস ও বিশ্বাসকে 'স্বাভাবিক' বলে ধরে নিই এবং অন্যদের দেখি নিজের মানসিক চশমা দিয়ে।

- বাগান আমাকে পর্যবেক্ষণ শিখিয়েছে।
- ব্যবসা আমাকে ফলাফলের দায় শিখিয়েছে।
- ভ্রমণ আমাকে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে শিখিয়েছে।
- গবেষণা আমাকে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে।

জীবনই হয়ে উঠল আমার প্রকৃত শ্রেণিকক্ষ।

তথ্যের জগৎ বদলে গেছে

আমার জীবনের বড় অংশে তথ্য পাওয়া তুলনামূলক কঠিন ছিল। সঠিক বই খুঁজতে হত, অভিজ্ঞ কারও সঙ্গে দেখা করতে হত, লাইব্রেরিতে যেতে হত বা কখনও ভ্রমণ করতে হত।

তারপর এল Google, YouTube এবং অনলাইন ফোরাম। তথ্য পাওয়া সহজ হল।

এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আবার পুরো প্রক্রিয়াটি বদলে দিয়েছে। আমরা প্রশ্ন করি, আর কয়েক সেকেন্ডে সাজানো উত্তর পেতে পারি।

এটি অসাধারণ অগ্রগতি। কিন্তু এর সঙ্গে নতুন সমস্যা এসেছে।

উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন হলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই চেষ্টা করি। কিন্তু উত্তর যদি প্রায় বিনা চেষ্টায় এসে যায়, গভীর চিন্তার অভ্যাস দুর্বল হতে পারে।

আমি কখনও কখনও এটাকে flat mind-এর ঝুঁকি বলি—এমন মন, যা অনেক উত্তর পায় কিন্তু অনুসন্ধান, সংযোগ, প্রশ্ন এবং গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা কমিয়ে ফেলে।

আজ প্রশ্ন শুধু এই নয়: তথ্য কোথায় পাব?

আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: কোন তথ্য আমার মনোযোগের যোগ্য, এবং আমি তা দিয়ে কী করব?

আজ শেখার জন্য ভিন্ন দক্ষতা দরকার

আধুনিক শিক্ষার্থীকে জানতে হবে কীভাবে:

- উপকারী তথ্য খুঁজে নিতে হয়,
- অপ্রয়োজনীয় তথ্য বাদ দিতে হয়,
- ভালো প্রশ্ন করতে হয়,
- প্রমাণ যাচাই করতে হয়,
- নতুন জ্ঞানকে পুরনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করতে হয়,
- যা উপকারী তা কাজে লাগাতে হয়,
- এবং বাস্তবতা বিরোধিতা করলে নিজের ধারণা বদলাতে হয়।

AI এই দক্ষতাগুলিকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে।

যে মানুষ শুধু উত্তর সংগ্রহ করে, সে সাময়িকভাবে অনেক কিছু জানতে পারে। যে মানুষ শেখা জানে, সে বদলে যাওয়া পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে।

এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আগামীকাল যে জ্ঞান দরকার হবে, তা আজ হয়তো অস্তিত্বই পায়নি।

আমার নিজের চিন্তায় পরিবর্তন

তিরিশের গোড়ায় জীবনের এক কঠিন সময়ে The Law of Success-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। বইটি মনোভাব, বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত দায়িত্বকে দেখার আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়।

পরে আমি নিজেও সাফল্য নিয়ে ক্লাস নিয়েছি।

একটি বিষয় ক্রমশ পরিষ্কার হয়েছে—আমরা অনেক সময় শেখাকে অকারণে জটিল করে তুলি।

আমাদের লক্ষ্য যদি পরিষ্কার থাকে এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারি, তবে প্রতিটি বিষয়ের জন্য বছরের পর বছর আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা দরকার হয় না।

আমার আসলে কী বোঝা দরকার?

আর কী শুধু এই কারণে সামনে আছে যে আমি চাইলে শিখতে পারি?

AI-এর যুগে এই পার্থক্য আরও গুরুত্বপূর্ণ।

এখন এত তথ্য আছে যে কোনও মানুষ সবকিছু শিখতে পারবে না। লক্ষ্য সব জানা হতে পারে না।

লক্ষ্য হওয়া উচিত—যখন যা দরকার, তখন তা শিখতে পারা।

আমি এখনও এটা জানি না—কিন্তু কীভাবে শিখতে হয়, তা আমি জানি।

অধ্যায় 2

স্কুলে পড়া আর শেখা এক কথা নয়

স্কুলের শিক্ষা এবং শেখা একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু তারা এক জিনিস নয়।

স্কুল কাঠামো দেয়—বিষয়, শিক্ষক, পরীক্ষা, সময়সূচি এবং সার্টিফিকেট।

এই কাঠামোর মূল্য আছে। ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং আরও অনেক বিষয়ের ভিত্তি সেখানে তৈরি হয়।

কিন্তু জীবন কোনও সিলেবাস মেনে চলে না।

কোনও ক্রেতা প্রশ্ন করে না কারণ সেটা ষষ্ঠ অধ্যায়ে ছিল। কোনও গাছ পরীক্ষার তারিখ দেখে অসুস্থ হয় না। ব্যবসায়িক সমস্যা চারটি সম্ভাব্য উত্তরের সঙ্গে আসে না।

বাস্তব শেখা অনেক বেশি অগোছালো।

জীবন আগে পরীক্ষা নেয়

স্কুলে আগে পাঠ, পরে পরীক্ষা। জীবনে অনেক সময় উল্টো।

আগে সমস্যা আসে। তারপর শেখা শুরু হয়।

কাজের জগতে ঢুকে আমাকে মানুষ, টাকা, বিশ্বাস, দর-কষাকষি এবং দায়িত্ব বুঝতে হয়েছে, কারণ বাস্তব পরিস্থিতি তা দাবি করেছে।

পরে উদ্যানবিদ্যা, প্রকাশনা, ইতিহাস-গবেষণা, ওয়েবসাইট এবং অন্য ক্ষেত্রেও আগে সমস্যা এসেছে, তারপর শিখেছি।

প্রয়োজন আগে এসেছে। শেখা পরে।

উদ্দেশ্য নিয়ে শিখুন

প্রথাগত পড়াশোনার একটি দুর্বলতা হল—অনেক সময় আমরা না জেনেই পড়ি যে বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য মনোযোগ বদলে দেয়।

ধরুন আমি একটি বাগান তৈরি করতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নগুলি ব্যবহারিক হয়ে যায়:

- কতটা রোদ পাওয়া যায়?
- মাটি কেমন?

- পানি কতটা দেওয়া সম্ভব?
- কোন গাছগুলি উপযুক্ত?

শুরুতেই পুরো উদ্ভিদবিজ্ঞান পড়ার দরকার নেই। যে জ্ঞান সমস্যাটি সমাধান করতে সাহায্য করবে, সেখান থেকেই শুরু করি।

এর অর্থ গভীর পড়াশোনার মূল্য নেই তা নয়। অর্থ হল—উদ্দেশ্য স্পষ্ট হলে শেখা বেশি কার্যকর হয়।

শিক্ষক সর্বত্র

শিক্ষক সব সময় শ্রেণিকক্ষের সামনে দাঁড়ানো মানুষ নন।

ক্রেতা শেখাতে পারেন। কর্মচারী শেখাতে পারেন। মালি শেখাতে পারেন। ভ্রমণকারী শেখাতে পারেন। শিশুর একটি প্রশ্নও আপনাকে ভাবাতে পারে। একটি ভুল কখনও কখনও পুরো বক্তৃতার চেয়েও বেশি শেখায়।

বই, ভিডিও, কথোপকথন, পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা এবং এখন AI—সবই শিক্ষক হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ হল তাঁদের চিনে নেওয়া।

শেখার জন্য বিনয় দরকার

শেখার বড় বাধাগুলির একটি হল মনে করা—আমি তো যথেষ্ট জানি।

অভিজ্ঞতা মূল্যবান, কিন্তু নিজের ধারণা পরীক্ষা করা বন্ধ করলে সেই অভিজ্ঞতাই ফাঁদ হয়ে উঠতে পারে।

আমি ভুলও হতে পারি।

এটি দুর্বলতা নয়। এই বাক্যটাই মনকে খোলা রাখে।

একটি সহজ অনুশীলন

সাত দিন ধরে প্রতিদিন রাতে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন:

আজ এমন কী শিখলাম, যা আমাকে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে শেখায়নি?

উত্তর আসতে পারে কথোপকথন, ভুল, ক্রেতা, গাছ, ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ বা সমস্যা থেকে।

এই ছোট অনুশীলন একটি বড় সত্য দেখায়—শ্রেণিকক্ষ শেষ হলেই শিক্ষা শেষ হয় না।

অধ্যায় 3

কৌতূহলই শেখার শুরু

প্রায় সব অর্থপূর্ণ শেখাই কোনও প্রশ্ন থেকে শুরু হয়।

শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করে—কেন? কীভাবে? এটা করলে কী হবে?

বয়স বাড়লে আমরা এমন প্রশ্ন কম করি। ব্যস্ত হয়ে পড়ি, পরিচিত ব্যাখ্যায় স্বস্তি পাই, আর কখনও কখনও সহজ প্রশ্ন করলে অজ্ঞ মনে হবে—এই ভয় কাজ করে।

কিন্তু 'আমি জানি না' বলতে পারার মধ্যে অসাধারণ শক্তি আছে।

এই স্বীকারোক্তিই নতুন আবিষ্কারের জায়গা তৈরি করে।

প্রশ্ন আমার জীবনকে চালিত করেছে

- ব্যবসায়: মানুষ একজনকে বিশ্বাস করে, অন্যজনকে করে না—কেন?
- বাগানে: একই প্রজাতির একটি গাছ ভালো বাড়ছে, অন্যটি দুর্বল—কেন?
- ভ্রমণে: অন্য সমাজ একই বিষয়কে ভিন্নভাবে দেখে—কেন?
- ইতিহাস-গবেষণায়: এই ব্যাখ্যার পক্ষে প্রমাণ কী? অন্য কোনও ব্যাখ্যা সম্ভব কি?

বিষয় বদলেছে, অভ্যাস নয়। কৌতূহল আমাকে প্রথম উত্তরের পরে আরও দূরে যেতে শিখিয়েছে।

তথ্য আর কৌতূহল এক নয়

আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা খবর পড়তে, ভিডিও দেখতে এবং তথ্য স্ক্রল করতে পারি—তবু সত্যিকারের শেখা না-ও হতে পারে।

কৌতূহল বেশি লক্ষ্যভিত্তিক। এটি বলে: "এখানে এমন কিছু আছে, যা আমি বুঝতে চাই।"

এই ইচ্ছাই অনুসন্ধান তৈরি করে।

যেমন, 'টেরেস গার্ডেনিং সম্পর্কে বলুন' বলার বদলে জিজ্ঞেস করুন: 'আমার পশ্চিমমুখী ছাদের গাছগুলির মাটি এত দ্রুত শুকিয়ে যায় কেন, এবং আমি কী বদলাতে পারি?'

দ্বিতীয় প্রশ্নের একটি দিশা আছে।

নিজের বিশ্বাসকেও প্রশ্ন করুন

কৌতূহল শুধু সেই ধারণাগুলির উপর প্রয়োগ করলে হবে না, যেগুলির সঙ্গে আমরা একমত নই। নিজের বিশ্বাসও পরীক্ষা করতে হবে।

- আমি এটা কেন বিশ্বাস করি?
- এই বিশ্বাস কোথা থেকে এসেছে?
- কোন প্রমাণ আমাকে মত বদলাতে বাধ্য করবে?
- এটি কি সত্যি বলে গ্রহণ করেছি, না কি পরিচিত বলে?

গবেষণায় এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

যদি আমরা শুধু নিজের মতের পক্ষে প্রমাণ খুঁজি, তাহলে আমরা গবেষণা করছি না। আমরা নিজের অবস্থান রক্ষা করছি।

কৌতূহল বাড়াতে AI ব্যবহার করুন

AI-কে শুধু উত্তর জিজ্ঞেস করবেন না। এমন প্রশ্নও করুন:

- আমি কী দেখতে পাচ্ছি না?
- এই ধারণার বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি কী?
- কোন প্রমাণ এটি যাচাই করতে সাহায্য করবে?
- একজন নতুন মানুষ কোন প্রশ্নগুলি করা উচিত?
- একজন বিশেষজ্ঞ পরবর্তী কোন বিষয়টি পরীক্ষা করতেন?

AI প্রশ্নের পরিধি বাড়াতে পারে। কোন প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ—সেই সিদ্ধান্ত মানুষকেই নিতে হবে।

প্রশ্নের তালিকা রাখুন

একটি পাতা রাখুন: ‘যে প্রশ্নগুলি আমি বুঝতে চাই।’

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গে খুঁজতে হবে না। কিছু প্রশ্ন সময় চায়।

বহু বছর ধরে সঙ্গে থাকা একটি ভালো প্রশ্ন কখনও কয়েক মিনিটে পাওয়া উত্তরের চেয়েও মূল্যবান হতে পারে।

অধ্যায় 4

ভালো প্রশ্ন করতে শিখুন

সব প্রশ্ন সমান মানের উত্তর আনে না।

অস্পষ্ট প্রশ্ন সাধারণত অস্পষ্ট উত্তর আনে।

ভালো প্রশ্ন সমস্যাকে স্পষ্ট ও ছোট করে।

লক্ষ্য দিয়ে শুরু করুন

‘আমি কী করব?’ জিজ্ঞেস করার আগে জিজ্ঞেস করুন:

আমি আসলে কী অর্জন করতে চাই?

ধরুন কেউ প্রশ্ন করল: ‘আমি আমার বই কীভাবে প্রচার করব?’ প্রশ্নটি খুবই বিস্তৃত।

- পাঠক কারা?
- বইটি কোন সমস্যা বা আগ্রহকে সম্বোধন করছে?
- সেই পাঠক কোথায় আছেন?
- আমার তাত্ক্ষণিক লক্ষ্য—পরিচিতি, রিভিউ, বিক্রি, নাকি কমিউনিটি?

এই প্রশ্নগুলির পরে ‘প্রচার কীভাবে করব’ প্রশ্নটি সত্যিই কার্যকর হয়।

প্রশ্ন সঠিক ক্রমে করুন

- কী ঘটছে?
- কেন ঘটতে পারে?
- কোন তথ্য নেই?
- বিকল্পগুলি কী?
- ঝুঁকি কী?
- প্রথমে কোন ছোট পরীক্ষা করা যায়?

সরাসরি শেষ প্রশ্নে চলে গেলে সিদ্ধান্ত দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

প্রমাণ চাইতে শিখুন

কোনও গুরুত্বপূর্ণ দাবি শুনলে জিজ্ঞেস করুন:

- সূত্র কী?
- প্রমাণ কতটা শক্তিশালী?
- এটি পর্যবেক্ষণ, মতামত, নাকি প্রতিষ্ঠিত তথ্য?
- অন্য কোনও ব্যাখ্যা সম্ভব?
- কোন প্রমাণ এই দাবিকে ভুল প্রমাণ করতে পারে?

এই প্রশ্নগুলি গবেষণা, ব্যবসা, বাগান এবং দৈনন্দিন জীবন—সব ক্ষেত্রেই উপকারী।

মানুষকে নির্দিষ্ট প্রশ্ন করুন

অভিজ্ঞ কাউকে 'আমাকে আপনার কাজ শিখিয়ে দিন' বলার বদলে জিজ্ঞেস করুন: 'নতুনরা সবচেয়ে বেশি কোন ভুল করে?' অথবা 'আবার শুরু করতে হলে আপনি কী আলাদা করতেন?'

নির্দিষ্ট প্রশ্ন ব্যবহারিক জ্ঞান বের করে আনে।

তারপর এত মন দিয়ে শুনুন যেন পরের ভালো প্রশ্নটি করতে পারেন।

AI-কেও ভালো প্রশ্ন করুন

AI-এর উত্তরের মান অনেকটাই নির্ভর করে আপনার প্রশ্ন কতটা পরিষ্কার তার উপর।

'আমার বইয়ের প্রচার করুন' বলার বদলে চেষ্টা করুন:

আমার একটি ব্যবহারিক নন-ফিকশন বই আছে ভারতীয় পাঠকদের জন্য। এখন আমার লক্ষ্য জোর করে বিক্রি নয়; পাঠক-আগ্রহ বোঝা এবং নতুন পাঠকের কাছে পৌঁছনো। তিনটি কম-খরচের পদ্ধতি বলুন এবং কোন মেট্রিক্স দেখব তা জানান।

AI-কে প্রসঙ্গ দিন। লক্ষ্য বলুন। সীমাবদ্ধতা বলুন। বিকল্প চান। তারপর উত্তর পরীক্ষা করুন।

আমার পাঁচ ধাপের প্রশ্ন-পদ্ধতি

1. আমি আসলে কী অর্জন করতে চাই?
2. আমি ইতিমধ্যে কী জানি?

3. আমার আর কী জানা দরকার?

4. আমি কীভাবে যাচাই করব?

5. সবচেয়ে ছোট কিন্তু উপকারী পরবর্তী পদক্ষেপ কী?

ভালো প্রশ্ন শুধু উত্তর দেয় না। উত্তর আসার আগেই চিন্তার মান উন্নত করে।

অধ্যায় 5

পর্যবেক্ষণ: শেখার ভুলে যাওয়া দক্ষতা

আমরা সারাদিন দেখি। কিন্তু সব সময় পর্যবেক্ষণ করি না।

দেখা বলে—সামনে কী আছে। পর্যবেক্ষণ জিজ্ঞেস করে—এর অর্থ কী হতে পারে?

বাগানের কাজে এই পার্থক্য আমার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সমস্যাকে আগে কথা বলতে দিন

কোনও গাছ অসুস্থ হলে অনেক কারণ থাকতে পারে:

- অতিরিক্ত পানি,
- কম পানি,
- খারাপ ড্রেনেজ,
- কম রোদ,
- অতিরিক্ত গরম,
- পোকামাকড়,
- শিকড়ের সমস্যা,
- পুষ্টির ঘাটতি।

আমি যদি পর্যবেক্ষণ না করে চিকিৎসা শুরু করি, সমস্যা আরও বাড়তে পারে।

আগে ভালো করে দেখুন।

- কী বদলেছে?
- কখন বদলেছে?
- সমস্যা এক গাছে, না অনেক গাছে?
- এই জায়গায় কী আলাদা?

রোগ নির্ণয়ের আগে চিকিৎসা করবেন না।

ব্যবসাতেও পর্যবেক্ষণ জরুরি

ক্রেতা এক কথা বলতে পারেন, আচরণ অন্য ইঙ্গিত দিতে পারে।

বিক্রি কমতে শুরু করতে পারে, কারণ কেউ এখনও ব্যাখ্যা করেনি।

কর্মচারীরাও কখনও সমস্যার কথা না বলে আচরণে তা দেখিয়ে দেন।

বড় সমস্যা আসার আগে ছোট সংকেত দেখা যায়।

সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু প্যাটার্নও।

দ্রুত বিচার না করে মানুষকে দেখুন

ভ্রমণ আমাকে এই শিক্ষা বহুবার দিয়েছে।

বাইরে থেকে অদ্ভুত লাগা আচরণ কোনও সংস্কৃতির ভিতরে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত হতে পারে।

তাই ব্যাখ্যার আগে পর্যবেক্ষণ করুন।

মানুষ কী করছে দেখুন। কেন করছে জিজ্ঞেস করুন। প্রেক্ষাপট বুঝুন। তারপর সিদ্ধান্ত নিন।

ব্যতিক্রম লক্ষ্য করুন

আমরা সাধারণত সেই জিনিস দেখি যা আমাদের ধারণাকে সমর্থন করে। কিন্তু ব্যতিক্রম আরও বেশি শেখাতে পারে।

নয়টি গাছ দুর্বল আর একটি ভালো—তাহলে জিজ্ঞেস করুন, ভালো গাছটির ক্ষেত্রে কী আলাদা?

একটি প্রচার অন্যগুলির চেয়ে ভালো করলে তাকে বিশ্লেষণ করুন। কোনও কর্মচারী পুরনো সমস্যা নতুনভাবে সমাধান করলে তার পদ্ধতি লক্ষ্য করুন।

ব্যর্থতার মতো সাফল্যও প্রমাণ দেয়।

যা দেখেন লিখে রাখুন

স্মৃতি দ্রুত বদলে যায়। ছবি, তারিখ বা ছোট নোট পর্যবেক্ষণকে ধরে রাখতে পারে।

বাগানে পানি, আবহাওয়া, চিকিৎসা ও প্রতিক্রিয়া লিখুন। ব্যবসায় ফল বদলানোর আগে কী বদলেছিল তা লিখুন। গবেষণায় আলাদা করে লিখুন—নিজে কী দেখেছেন আর অন্যের কাছ থেকে কী শুনেছেন।

AI-কেও আপনার পর্যবেক্ষণ দরকার

AI পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারে, কিন্তু আপনি যত তথ্য দেবেন তার মধ্যেই।

আমি যদি শুধু বলি, 'আমার গাছ মরে যাচ্ছে—কী করব?' উত্তর খুব সাধারণ হবে।

যদি প্রজাতি, রোদ, পানি, মাটি, লক্ষণ এবং সাম্প্রতিক পরিবর্তন বলি, বিশ্লেষণ অনেক বেশি উপকারী হবে।

প্রযুক্তি দুর্বল পর্যবেক্ষণের ঘাটতি পূরণ করতে পারে না।

চারটি প্রশ্ন

- আমি ঠিক কী দেখছি?
- কী বদলেছে?
- এর সম্ভাব্য কারণ কী?
- কাজ করার আগে আর কী লক্ষ্য করা দরকার?

ভালো পর্যবেক্ষণ সাধারণ অভিজ্ঞতাকে প্রমাণে পরিণত করে।

অধ্যায় 6

মানুষ, স্থান ও অভিজ্ঞতা থেকে শিখুন

বই শক্তিশালী শিক্ষক। কিন্তু বই একমাত্র শিক্ষক নয়।

কিছু জ্ঞান তখনই ধরা পড়ে, যখন আমরা মানুষের সঙ্গে মিশি, কোনও স্থানে যাই এবং পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখি।

প্রত্যেক মানুষের কাছে কিছু না কিছু জ্ঞান থাকে

মূল্যবান জ্ঞান পেতে সব সময় ডিগ্রি লাগে না।

ত্রিশ বছর ধরে গাছের সঙ্গে কাজ করা একজন মালি স্থানীয় মাটি ও ঋতুকে এমনভাবে বুঝতে পারেন, যা সাধারণ কোনও বই পুরোপুরি ধরতে পারে না।

একজন ছোট ব্যবসায়ী বহু বছরের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় ক্রেতার আচরণ বুঝতে পারেন।

একজন স্থানীয় মানুষ পারিবারিক স্মৃতির মাধ্যমে এমন ইতিহাস জানাতে পারেন, যা সরকারি বা লিখিত নথিতে নেই।

এ ধরনের জ্ঞান মূল্যবান, কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত।

অভিজ্ঞতা নিজে নিজে প্রমাণ নয়। কিন্তু তা প্রশ্ন, পর্যবেক্ষণ এবং আরও গভীর অনুসন্ধানের সূত্র হতে পারে।

ভ্রমণ আমার শেখার পদ্ধতি বদলে দিয়েছে

বিদেশ ভ্রমণের সময় আমি শুধু বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান দেখার বদলে স্থানীয় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করতাম।

একটি স্মৃতিস্তম্ভ আপনাকে একটি সভ্যতা সম্পর্কে কিছু বলে। একটি পরিবার আপনাকে বলে মানুষ বাস্তবে কীভাবে বাঁচে।

তাঁরা কী খান, প্রজন্মের মধ্যে সম্পর্ক কেমন, কীকে মূল্য দেন, কী নিয়ে ভয় পান এবং কোন আচরণকে স্বাভাবিক ভাবেন—এসব কাছ থেকে দেখা যায়।

এই অভিজ্ঞতা আমাকে অপরিচিত সংস্কৃতিকে দ্রুত বিচার না করতে শিখিয়েছে।

একটি বই কোনও স্থানকে নতুনভাবে দেখতে শেখাতে পারে

1990-এর দশকে আমি Holger Kersten-এর Jesus Lived in India পড়েছিলাম। বইটিতে যিশুর জীবনের কিছু অংশ নিয়ে একটি বিতর্কিত তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে।

পরে লাদাখ, কাশ্মীর এবং যেসব অঞ্চলকে কখনও কখনও Aryan Valley বা Aryan villages বলা হয়, সেখানে ভ্রমণ করে শেখার দিক থেকে একটি আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা হয়।

বইটি আমাকে প্রশ্ন দিয়েছিল। স্থানগুলি সেই প্রশ্নকে আরও স্পষ্ট ও জীবন্ত করে তুলেছিল।

কোনও স্থানে যাওয়া বইটির তত্ত্ব প্রমাণ করে না। কোনও জায়গা ঘুরে দেখা কোনও ঐতিহাসিক দাবিকে নিজে থেকেই সত্য করে না।

কিন্তু তা আমার কৌতূহলের মান বদলে দিয়েছিল।

পড়া আমাদের কল্পনা করতে সাহায্য করে। কোনও স্থানে উপস্থিত থাকা এমন বিস্তারিত দেখায়, যেগুলি নিয়ে আগে প্রশ্নই মাথায় আসেনি।

তাই ক্ষেত্র-অভিজ্ঞতা মূল্যবান—এমনকি শেষ সিদ্ধান্ত তখনও অনিশ্চিত থাকলেও।

মৌখিক ঐতিহ্য থেকে শিখুন—কিন্তু যাচাই করুন

স্থানীয় কাহিনি নাম, স্মৃতি ও প্রথা ধরে রাখতে পারে, যা আনুষ্ঠানিক নথিতে হারিয়ে গেছে। আবার প্রজন্মের পর প্রজন্মে তা বদলাতেও পারে।

মৌখিক ঐতিহ্যকে সম্ভাব্য প্রমাণ বা গবেষণার সূত্র হিসেবে দেখুন—স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে নয়।

- এই গল্পটি কে বলেন?
- এর পরিচিত সংস্করণ কত পুরনো?
- পুরাতাত্ত্বিক, পাঠ্য বা নথিভিত্তিক সমর্থন আছে কি?
- অন্য কোনও ঐতিহ্য কি এর বিরোধিতা করে?

অভিজ্ঞতা প্রতিক্রিয়া দেয়

একটি বই বলতে পারে কী হওয়া উচিত। অভিজ্ঞতা বলে বাস্তবে কী হল।

এই কারণেই ভুল, পরীক্ষা এবং প্রকল্প এত বড় শিক্ষক।

বই বাদ দিয়ে শুধু অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা উদ্দেশ্য নয়। বরং দুটিকে একসঙ্গে কাজে লাগানোই লক্ষ্য।

পড়ুন। প্রশ্ন করুন। যান। দেখুন। পরীক্ষা করুন। তুলনা করুন।

জ্ঞান তখনই শক্তিশালী হয়, যখন তা বাস্তবতার পরীক্ষায় টিকে থাকতে পারে।

অধ্যায় 7

কম পড়ুন, বেশি বুঝুন

আমরা এক অদ্ভুত সময়ে বাস করছি।

আগের যেকোনও প্রজন্মের তুলনায় আমাদের কাছে বেশি বই, নিবন্ধ, ভিডিও ও রিপোর্ট আছে—তবু মনোযোগ এখন সবচেয়ে দুর্লভ সম্পদের একটি।

সমাধান সব সময় বেশি পড়া নয়। সমাধান হল উদ্দেশ্য নিয়ে পড়া।

কেন পড়ছেন, আগে জানুন

- আমি কি শুধু বিষয়টি চিনতে চাই?
- কোনও সমস্যা সমাধান করছি?
- কোনও দাবি যাচাই করছি?
- কোনও দক্ষতা শিখছি?
- নাকি শুধু আনন্দের জন্য পড়ছি?

উদ্দেশ্য অনুযায়ী পড়ার পদ্ধতি বদলাতে পারে। উপকারী প্রতিটি বই প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পড়তেই হবে—এমন কোনও নিয়ম নেই।

এড়িয়ে যাওয়াও শিখুন

অনেকেই পাতা এড়িয়ে গেলে অপরাধবোধ করেন। আমি করি না।

যদি উদ্দেশ্য বই শেষ করা নয়, শেখা হয়—তবে কিছু অংশ গভীরভাবে পড়তে হবে, আর কিছু দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া যায়।

মূল ভাবনাটি খুঁজুন। গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ধীরে পড়ুন। অপ্রয়োজনীয় অংশ দ্রুত পেরিয়ে যান। দরকার হলে পরে ফিরে আসুন।

বইয়ের সঙ্গে কথোপকথন করুন

- লেখক কী বলছেন?
- কেন বলছেন?
- কী প্রমাণ দিচ্ছেন?

- আমি কোথায় একমত?
- কোথায় সন্দেহ আছে?
- আর কী পরীক্ষা করা দরকার?

এই অভ্যাস পড়াকে নিছক গ্রহণ থেকে সক্রিয় চিন্তায় বদলে দেয়।

একাধিক সূত্র তুলনা করুন

একটি সূত্র বিষয়ের দরজা খুলতে পারে। একাধিক সূত্র মতভেদ দেখায়।

বিতর্কিত বা জটিল বিষয়ে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দুজন গুরুতর গবেষক একই প্রমাণ দেখে আলাদা সিদ্ধান্তে পৌঁছালে, সেই মতভেদ নিজেই শেখার বিষয় হয়ে ওঠে।

একটি বই যা আমার সঙ্গে থেকে গেছে

আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ The Law of Success।

আমার লাইব্রেরির কপিটি 1950-এর দশকের গোড়ার ভারতীয় সংস্করণ। 1987 সালে আমি সেটি সেকেন্ড-হ্যান্ড কিনেছিলাম, যখন পরিবার সামলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছি।

বইটি তখন পুরনো ছিল। কিন্তু তার প্রভাব পুরনো ছিল না।

আমি বারবার তার ভাবনায় ফিরে গেছি, ভেবেছি এবং জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি।

আজও বইটি আমার লাইব্রেরিতে বিশেষ স্থান ধরে আছে।

খুব ব্যক্তিগত অর্থে আমি কখনও কখনও তাকে ‘আমার গীতা’ বলেছি—ধর্মীয় বা দার্শনিক সমতা বোঝাতে নয়, বরং কারণ এটি সেই অল্প কয়েকটি বইয়ের একটি, যার কাছে বারবার দিশা খুঁজতে ফিরে এসেছি।

এর মূল্য শুধু পড়া শেষ করার মধ্যে ছিল না। মূল্য ছিল—আমি কী গ্রহণ করেছি এবং কী কাজে লাগিয়েছি।

এটাই পড়া আর শেখার পার্থক্য।

AI ব্যবহার করুন বোঝার জন্য, পড়া এড়ানোর জন্য নয়

AI কঠিন অংশ ব্যাখ্যা করতে পারে, অচেনা ধারণা বুঝিয়ে দিতে পারে, তর্ক তুলনা করতে পারে বা নতুন প্রশ্ন তৈরি করতে পারে।

কিন্তু AI-এর সারাংশের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করলে আমরা লেখকের আসল যুক্তির সঙ্গে কখনও গভীরভাবে পরিচিত নাও হতে পারি।

সারাংশ দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহার করুন। যেখানে মূল উৎস গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে মূল উৎসে যান।

সহজ 3–2–1 পদ্ধতি

- 3টি ধারণা যা মনে রাখতে চাই
- 2টি প্রশ্ন যার উত্তর এখনও পাইনি
- 1টি কাজ বা অনুসন্ধান যা পরে করব

এই কয়েকটি লাইন অনেক পাতা নকল করার চেয়ে বেশি মূল্যবান হতে পারে।

যতটা দরকার বুঝুন। তারপর পড়া থামিয়ে চিন্তা শুরু করুন।

অধ্যায় 8

যা শিখবেন তা মনে রাখবেন কীভাবে

মেমরি বা স্মৃতি বললেই অনেকের স্কুলের পরীক্ষা মনে পড়ে।

উত্তর মুখস্থ করো। লিখে দাও। পরে ভুলে যাও।

কাজের স্মৃতি অন্যভাবে কাজ করে।

উদ্দেশ্য সবকিছু মাথায় জমা করা নয়। উদ্দেশ্য—যা আমাদের বুঝতে ও কাজ করতে সাহায্য করে, তা ধরে রাখা।

মুখস্থ করার আগে বুঝুন

অর্থহীন তথ্য মনে রাখা কঠিন।

কোনও বিষয় বুঝতে পারলে মনের কাছে সেটিকে যুক্ত করার জন্য বেশি সূত্র থাকে।

একটি অনুচ্ছেদ বারবার পড়ার বদলে জিজ্ঞেস করুন:

- এর আসল অর্থ কী?
- আমি কি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারি?
- এটি আমার পুরনো কোনও জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে কীভাবে যুক্ত?

জ্ঞানকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করুন

ব্যবসার অনেক শিক্ষা আমার মনে থাকে কারণ সেগুলি বাস্তব মানুষ ও ঘটনার সঙ্গে জড়ানো।

বাগানের জ্ঞান বাস্তব গাছের সঙ্গে যুক্ত।

ভ্রমণের শিক্ষা স্থান ও মানুষের সঙ্গে যুক্ত।

অর্থ স্মৃতিকে ধরে রাখার হুক তৈরি করে।

না দেখে নিজেকে পরীক্ষা করুন

চেনা লাগা আর বোঝা এক জিনিস নয়।

পাতা পড়ার সময় সবকিছু পরিচিত মনে হতে পারে।

বই বন্ধ করুন। এখন বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

না দেখে ব্যাখ্যা করতে না পারলে, সম্ভবত আপনি বিষয়টি চিনেছেন, কিন্তু পুরোপুরি বোঝেননি।

শেখানো স্মৃতি শক্তিশালী করে

আমি যখন সাফল্য নিয়ে ক্লাস নিতাম, তখন অন্যকে বোঝাতে গিয়ে নিজের ভাবনাও পরিষ্কার হত।

কেউ প্রশ্ন করলে তাড়াতাড়ি বোঝা যায়—বিষয়টি সত্যিই কতটা বুঝেছি।

ক্লাসরুম দরকার নেই। সহকর্মী, বন্ধু, সন্তান—বা নিজেকেই বিষয়টি বোঝান।

দ্রুত কাজে লাগান

ব্যবহার স্মৃতিকে শক্তিশালী করে।

বক্তৃতার কৌশল শিখেছেন—ব্যবহার করুন। বাগানের পদ্ধতি শিখেছেন—পরীক্ষা করুন। AI-এর নতুন উপায় শিখেছেন—বাস্তব সমস্যায় লাগান।

যা ব্যবহার করা হয়, তা মনে রাখা সহজ হয়।

সবকিছু মনে রাখবেন না

আমি তথ্যকে মানসিকভাবে তিন ভাগে ভাবি:

- মনে রাখুন — এমন নীতি ও জ্ঞান, যা বারবার কাজে লাগবে।
- কোথায় পাবেন তা জানুন — গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যা সব সময় মনে রাখার দরকার নেই।
- বাদ দিন — যার কোনও বাস্তব প্রয়োজন নেই।

আজ এই বাছাই আরও গুরুত্বপূর্ণ।

AI ও ডিজিটাল সার্চ প্রতিটি খুঁটিনাটি মুখস্থ রাখার প্রয়োজন কমিয়েছে। কিন্তু নীতি বোঝার প্রয়োজন কমায়নি।

যা আপনাকে ভাবতে সাহায্য করে, তা মনে রাখুন। বাকি তথ্য দরকার হলে খুঁজে নিন।

চার ধাপের স্মৃতি-পদ্ধতি

1. বুঝুন।
2. আগে জানা কোনও কিছুর সঙ্গে যুক্ত করুন।
3. না দেখে নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।
4. কাজে লাগান।

বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ থাকলে পরে আবার ফিরে আসুন।

তখন স্মৃতি জোর করে ধরে রাখার কাজ নয়; অর্থপূর্ণ শেখার ফল হয়ে ওঠে।

অধ্যায় 9

ভুলও শেখার অংশ

ভুল অস্বস্তিকর, কারণ তা দেখায়—আমাদের প্রত্যাশা বাস্তবতার সঙ্গে মেলেনি।

এই কারণেই ভুল শেখাতে পারে।

ভুলকে নিজের পরিচয় বানাবেন না

আমি একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমি সিদ্ধান্ত নিতেই খারাপ।

প্রথম বাক্য অনুসন্ধানের দরজা খুলে দেয়। দ্বিতীয় বাক্য আমাদের থামিয়ে দেয়।

ভুলের পরে উপকারী প্রশ্ন হল: “আমি কী ভুল বুঝেছিলাম?”

প্রত্যাশা ও বাস্তবতার তুলনা করুন

- আমি কী আশা করেছিলাম?
- বাস্তবে কী ঘটল?
- কোন তথ্য আমার কাছে ছিল না?
- পরের বার কী বদলাব?

এইভাবে হতাশাও তথ্য হয়ে ওঠে।

বড় সিদ্ধান্তের আগে ছোট পরীক্ষা

অনেক ভুল ব্যয়বহুল হয় কারণ আমরা ধারণা যাচাই না করেই বড় সিদ্ধান্ত নিই।

ছোট প্রচার চালান। একটি গাছ এক জায়গায় পরীক্ষা করুন। কোনও প্রক্রিয়ার পাইলট চালান। নমুনা ছাপান। কয়েকজন ক্রেতার প্রতিক্রিয়া নিন।

ছোট পরীক্ষা বড় সমস্যা হওয়ার আগে ভুল ধারণা ধরে ফেলতে পারে।

সাফল্যকেও পরীক্ষা করুন

শুধু ব্যর্থতাই বিশ্লেষণ করা উচিত নয়।

কখনও কিছু সফল হয়, কিন্তু আমরা জানি না কেন।

- এটি সফল হল কেন?

- কৌশল, সময়, ভাগ্য—নাকি অন্য কারণ?
- এই সাফল্য আবার তৈরি করা সম্ভব?

কারণ না বোঝা সাফল্যও ব্যর্থতার মতো বিভ্রান্ত করতে পারে।

গবেষণাতেও সংশোধন দরকার

আমার ঐতিহাসিক গবেষণায় এই বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে।

এক সময় আমি যা প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পরিচিত ইতিহাসের কাঠামো বলে ভাবতাম, তার মধ্যে কাজ করতাম। সেই সময় আমার নিজস্ব ধারণা ছিল—এই দীর্ঘ সময়ের বড় অংশে ভারত বিশ্বের অগ্রসর সভ্যতাগত কেন্দ্রগুলির একটি ছিল, আর সাম্প্রতিক কিছু শতকে উল্লেখযোগ্য পতন ঘটেছে।

আরও পড়া, ভ্রমণ, স্থান দেখা এবং পুরাতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গে পরিচয়ের পর আমি প্রশ্ন করতে শুরু করি—যে কাঠামো দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেটি কি খুব সংকীর্ণ?

এর অর্থ একটি নিশ্চিত ধারণা ছেড়ে আর-একটি নিশ্চিত ধারণা ধরে নেওয়া নয়। বরং প্রশ্নের প্রকৃতি বদলানো।

প্রথম প্রশ্ন ছিল: আমি আমার পুরনো সিদ্ধান্ত কীভাবে প্রমাণ করব?

ভালো প্রশ্ন হল: উপলব্ধ প্রমাণ আমাদের সভ্যতার গল্পকে বাস্তবে কত দূর পর্যন্ত অনুসরণ করতে দেয়?

খুব প্রাচীন কালক্রম নিয়ে দাবি করতে গেলে পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ, বৈজ্ঞানিক ডেটিং, গ্রন্থ, ভূগোল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাখ্যা সতর্কভাবে দেখতে হয়।

আমার কাছে বড় শিক্ষা পদ্ধতির:

গবেষককে নিজের পুরনো সিদ্ধান্তের বন্দি হওয়া উচিত নয়।

শেখার ছোট নোট রাখুন

গুরুত্বপূর্ণ ভুল হলে একটি বাক্য লিখুন:

পরের বার আমি কী আলাদা করব?

অনেক সময় এটুকুই যথেষ্ট। অভিজ্ঞতা তখনই প্রজ্ঞায় বদলে যায়, যখন আমরা তার শিক্ষা বের করি।

অধ্যায় 10

AI-কে শেখার সঙ্গী করুন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমার কাজের জীবনকে প্রায় যেকোনও অন্য প্রযুক্তির চেয়ে দ্রুত বদলে দিয়েছে।

জীবনের এই পর্যায়েও আমি এমন প্রকল্প শুরু করছি, যেগুলির জন্য আগে অনেক বেশি সময়, বিশেষজ্ঞ জ্ঞান বা বাইরের সাহায্যের দরকার হত।

AI আমাকে শুরু করতে সাহায্য করে।

আমার কাছে এটাই তার সবচেয়ে বড় মূল্য।

সার্চ থেকে কথোপকথন

সম্প্রতি ভুটানে জীবন্ত গাছ ও পাম রপ্তানির প্রস্তুতিতে আমাকে phytosanitary certification, plant quarantine, নথিপত্র, registration এবং customs-এর মতো বিষয় বুঝতে হয়েছে।

আগে হয়তো আমাকে বহু ওয়েবপেজ ঘেঁটে পুরো প্রক্রিয়াটি জোড়া লাগাতে হত।

AI-এর সঙ্গে আমি সরাসরি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে পেরেছি:

- ধাপগুলি কী?
- কোন শব্দগুলি আগে বুঝতে হবে?
- কোন নথি লাগতে পারে?
- কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিশ্চিত করতে হবে?

AI কর্তৃপক্ষের জায়গা নেয়নি। বরং তাঁদের সঙ্গে কথা বলার আগে আমাকে বেশি প্রস্তুত করেছে।

ভাবনা দ্রুত প্রকল্পে বদলাতে পারে

এই বইটিই তার উদাহরণ।

অভিজ্ঞতা আমার। দৃষ্টিভঙ্গি আমার। স্মৃতি, সংশোধন এবং দিশা এসেছে আমার জীবন থেকে।

AI আমাকে উপাদান গুছিয়ে নিতে, পুনরাবৃত্তি ধরতে, কাঠামো উন্নত করতে এবং ছড়ানো ভাবনাকে অধ্যায়ে রূপ দিতে সাহায্য করেছে।

প্রযুক্তি একটি ধারণা এবং প্রথম কার্যকর খসড়ার মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে দেয়।

বড় সমস্যাকে ছোট সিদ্ধান্তে ভাগ করুন

Green Mall-এ garden restaurant নিয়ে ভাবার সময় একটি ধারণাই সঙ্গে সঙ্গে অনেক ছোট সিদ্ধান্ত তৈরি করেছিল:

- পজিশনিং,
- মেনু,
- লাইসেন্স,
- স্থানীয় প্রচার,
- ওয়েবসাইট উপস্থিতি,
- সোশ্যাল মিডিয়া পেজ,
- অপারেশন।

সব প্রশ্ন মাথায় নিয়ে ঘোরার বদলে AI এগুলিকে আলাদা কাজ হিসেবে সাজাতে সাহায্য করতে পারে।

এর মধ্যে কোন কাজগুলি এখনই করা সত্যিই জরুরি?

প্রসঙ্গ দিন

বাস্তব পরিস্থিতি বুঝলে AI অনেক বেশি উপকারী হয়।

রঙিন, চিত্রসমৃদ্ধ ইতিহাসের একটি বইকে black-and-white সংস্করণে বদলানোর সময় প্রশ্নটি শুধু ছিল না: ‘ছবিকে grayscale করব কীভাবে?’

বাস্তব সীমাবদ্ধতাও ছিল:

- 5.5×8.5 বা 6×9-এর মতো নির্দিষ্ট ট্রিম সাইজ,
- দুই-পৃষ্ঠার spread ভেঙে একক পৃষ্ঠায় আনা,
- এক পৃষ্ঠায় পাঠযোগ্যতা,
- grayscale-এ অর্থ হারাতে পারে এমন ছবি,
- মুদ্রণের খরচ,
- স্পষ্টতা।

প্রসঙ্গ যত ভালো, সাহায্য তত ভালো।

এতটা শিখুন, যাতে কাজ করতে পারেন

ওয়েবসাইট, Amazon বিজ্ঞাপন, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং ডিজিটাল টুল নতুন নতুন পরিভাষায় ভরা।

আমাকে ইঞ্জিনিয়ার বা বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞ হতে হবে না। আমাকে বুঝতে হবে:

- আমি কী দেখছি?
- এই সংখ্যার অর্থ কী?
- কী ঘটেছে?
- পরবর্তী যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ কী?

AI এই ধরনের বিষয় ধাপে ধাপে বোঝাতে বিশেষভাবে কার্যকর।

AI-কে আপনার ধারণা চ্যালেঞ্জ করতে বলুন

- আমি কী উপেক্ষা করছি?
- এটি কেন ব্যর্থ হতে পারে?
- এর সহজ সংস্করণ কি সম্ভব?
- কোন কাজ এখন না করাই ভালো?

যেমন, বড় একটি digital rewards platform নিয়ে ভাবার সময় একটি উপকারী সিদ্ধান্ত ছিল—আগে বিষয়বস্তু, যেমন ব্যবহারিক eBook-এর সংগ্রহ তৈরি করা উচিত; তারপর তার চারপাশে বড় ব্যবস্থা।

অনেক সময় সেরা সাহায্য উৎসাহ বাড়ানো নয়। কাজকে সহজ করা।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাচাই করুন

AI ভুল করতে পারে।

স্বাস্থ্য, আইন, অর্থ, নিয়মকানুন, রপ্তানি প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও গুরুতর বিষয়ে AI-কে বোঝার ও প্রস্তুতির সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করুন—চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে নয়।

ঐতিহাসিক দাবির ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য।

AI প্রমাণ ও ভিন্ন ব্যাখ্যা গুছিয়ে দিতে পারে। বিতর্কিত প্রমাণকে অবিতর্কিত করে দিতে পারে না।

আমার কাজের পদ্ধতি

উদ্দেশ্য → প্রশ্ন → AI সহায়তা → বিকল্প → যাচাই → কাজ

AI আমাকে গতি দেয়।

অভিজ্ঞতা আমাকে প্রসঙ্গ দেয়।

বাস্তবতা আমাকে প্রতিক্রিয়া দেয়।

শুধু উত্তর নেওয়ার তুলনায় এই সমন্বয় অনেক বেশি শক্তিশালী।

অধ্যায় 11

AI-কে আপনার হয়ে ভাবতে দেবেন না

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শেখাকে দ্রুত, সহজ এবং আরও সহজলভ্য করতে পারে।

এটি বড় সুবিধা।

কিন্তু একটি কাজ AI আমাদের হয়ে করতে পারে না—নিজে চিন্তা করা।

AI-এর সেরা ব্যবহার চিন্তা ছেড়ে দেওয়া নয়; নিজের চিন্তাকে শক্তিশালী করা।

flat mind-এর ঝুঁকি

প্রতিটি কঠিন প্রশ্ন যদি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্য সমাধান হয়ে যায়, আমরা উত্তর জানব—কিন্তু হয়তো উত্তর তৈরি করার ক্ষমতা গড়ে উঠবে না।

চেষ্টা করার মূল্য আছে। চেষ্টা ধৈর্য, যুক্তি এবং গভীরতা তৈরি করে।

তরুণদের জন্য এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের অনেকেই এমন পৃথিবীতে বড় হচ্ছে যেখানে AI সব সময় থাকবে।

আগে ভাবুন, তারপর জিজ্ঞেস করুন

ভাবুন → জিজ্ঞেস করুন → তুলনা করুন → সিদ্ধান্ত নিন

AI খোলার আগে এক মুহূর্ত থামুন।

- আমি ইতিমধ্যে কী জানি?
- আমার ধারণা কী?
- কোন বিষয়ে আমি অনিশ্চিত?

তারপর AI-কে জিজ্ঞেস করুন। তার উত্তরের সঙ্গে নিজের প্রাথমিক চিন্তার তুলনা করুন। এতে আপনি প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবেন।

সুন্দর ভাষা প্রমাণ নয়

AI আত্মবিশ্বাসী, পরিষ্কার এবং সুন্দরভাবে লেখা উত্তর দিতে পারে। তার মানে উত্তরটি অবশ্যই সঠিক নয়।

- প্রমাণ কী?

- কোন অনুমান করা হয়েছে?
- কী অনুপস্থিত?
- অন্য ব্যাখ্যা সম্ভব?
- কোন অংশ যাচাই করা দরকার?

AI সম্ভাব্য উত্তরে দ্রুত পৌঁছে দিতে পারে। কোনটিকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করবেন—সেই বিচার মানুষের।

AI-এর কাছে তথ্য আছে; আপনার কাছে প্রেক্ষাপট

অনেক বিষয়ে AI আমার চেয়ে অনেক বেশি তথ্য জানে।

কিন্তু সে আমার জীবন বাঁচেনি।

দশকের পর দশক ক্রেতা-বিক্রেতা সামলায়নি। কোনও বিশেষ বাগান ঋতু বদলাতে দেখেনি। কোনও স্থানে গিয়ে সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেনি। কোনও গবেষণার প্রশ্ন বছর ধরে মনে বহন করেনি।

এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ।

মানবিক অভিজ্ঞতা প্রেক্ষাপট দিলে তথ্য আরও কার্যকর হয়।

লেখাও চিন্তার একটি পদ্ধতি

AI-কে বলা সহজ: 'আমার বই লিখে দাও।'

আমি তাকে এভাবে ব্যবহার করতে চাই না।

এই বইয়ে অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, স্মৃতি, উদাহরণ, সংশোধন এবং দিশা আমি দিয়েছি।

AI সেগুলিকে গুছিয়ে নিতে, প্রশ্ন তুলতে, সংক্ষিপ্ত করতে এবং পরিষ্কার করতে সাহায্য করেছে।

এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। AI যদি সব চিন্তা করে দেয়, ফল সুন্দর হতে পারে—কিন্তু লেখক তাতে কমে যেতে পারেন।

তরুণদের এটি দ্রুত শেখা দরকার

একজন ছাত্র AI ব্যবহার করতে পারে কঠিন ধারণা বোঝার জন্য। আর-একজন একই AI ব্যবহার করতে পারে না বোঝার জন্য—শুধু কাজ শেষ করার জন্য।

টুল একই। পদ্ধতি আলাদা।

AI ব্যবহার করুন বিষয় শিখতে, বিষয় এড়িয়ে যেতে নয়।

- আমি কি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারি?
- AI-কে জিজ্ঞেস করার আগে আমি নিজে চেষ্টা করেছি?
- এখন কি একই ধরনের নতুন সমস্যা সমাধান করতে পারি?
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাচাই করেছি?

কাজ ও পেশাগত সিদ্ধান্তে

- আমি আসলে কোন সমস্যা সমাধান করছি?
- এই পরামর্শ কি আমার বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মেলে?
- কোথায় যাচাই বা বিশেষজ্ঞ মত দরকার?
- আমি কি বলতে পারি কেন এই পরামর্শ গ্রহণ করছি?
- কীভাবে বুঝব এটি কাজ করেছে?

AI আপনার কাজকে উন্নত করুক, কিন্তু সিদ্ধান্তের দায়িত্ব আপনার কাছেই থাকুক।

প্রথমে মস্তিষ্ক, তারপর AI, শেষে আবার মস্তিষ্ক

- প্রথমে মস্তিষ্ক: নিজের প্রশ্ন এবং প্রাথমিক মত তৈরি করুন।
- তারপর AI: তাকে ব্যাখ্যা, গুছিয়ে নেওয়া, তুলনা বা চ্যালেঞ্জ করতে বলুন।
- শেষে মস্তিষ্ক: উত্তর পরীক্ষা করুন, বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে নিন এবং সিদ্ধান্ত নিন।

আমি চাই না AI আমার মনের জায়গা নিক।

আমি চাই AI আমার মনের পৌঁছনোর ক্ষমতা বাড়িয়ে দিক।

ভবিষ্যৎ শুধু তাঁদের নয় যাঁরা উত্তর পেতে জানেন; তাঁদেরও, যাঁরা উত্তর নিয়ে ভাবতে জানেন।

অধ্যায় 12

নিজের ব্যক্তিগত শেখার ব্যবস্থা গড়ে তুলুন

পেছনে তাকালে বুঝি, নাম না দিয়েও আমি বহু দশক ধরে একটি শেখার পদ্ধতি ব্যবহার করেছি।

আমি সাধারণত কোর্স দিয়ে শুরু করিনি। শুরু করেছি সমস্যা, লক্ষ্য বা ভাবনা দিয়ে। তারপর পরিস্থিতি যা দাবি করেছে, তা শিখেছি।

লক্ষ্য → প্রশ্ন → শেখা → প্রয়োগ → পর্যবেক্ষণ → উন্নতি

এই চক্র আমাকে ব্যবসা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বাগান, ভ্রমণ, ইতিহাস-গবেষণা, বক্তৃতা, প্রকাশনা, রপ্তানি, ওয়েবসাইট, ডিজিটাল প্রচার এবং AI-এর মধ্যে দিয়ে নিয়ে এসেছে।

বাস্তব লক্ষ্য দিয়ে শুরু করুন

শেখার কারণ বাস্তব হলে আমি সবচেয়ে ভালো শিখি।

ব্যবসায় ক্রেতা, সরবরাহকারী, ব্যাঙ্কার এবং বিশ্বাস বুঝতে হয়েছে, কারণ জীবিকা তার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

উদ্যানবিদ্যায় গাছ, আবহাওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণ বুঝতে হয়েছে, কারণ বাস্তব বাগানকে সফল হতে হত।

প্রকাশনায় layout, printing, Amazon এবং promotion শিখতে হয়েছে, কারণ বাস্তব বই প্রকাশ করতে হয়েছে।

ভুটানে গাছ এবং pots রপ্তানির প্রস্তুতিতে নথি, plant quarantine, phytosanitary requirements, classifications এবং registrations বুঝতে হয়েছে, কারণ বাস্তব shipment সম্পূর্ণ করতে হয়েছে।

বিষয় বদলেছে। প্যাটার্ন বদলায়নি।

বাস্তব লক্ষ্য শেখাকে কেন্দ্রীভূত করে।

লক্ষ্যকে প্রশ্নে ভাঙুন

বড় সমস্যা প্রশ্নে ভাঙলে সহজ হয়।

রপ্তানির ক্ষেত্রে:

- কোন সার্টিফিকেট দরকার?

- কোন কর্তৃপক্ষ দেয়?
- কোন নথি বাধ্যতামূলক?
- কোন বিষয় সরকারিভাবে নিশ্চিত করতে হবে?

বই প্রচারের ক্ষেত্রে:

- পাঠক কারা?
- কোন প্ল্যাটফর্মে তাঁদের পাওয়া যাবে?
- কোন মেট্রিক্স দেখব?
- কোন ফলকে উপকারী বলব?

প্রশ্ন শেখার পথ তৈরি করে।

একাধিক উৎস থেকে শিখুন

- বই গভীরতা দেয়।
- মানুষ অভিজ্ঞতা দেয়।
- ভ্রমণ প্রেক্ষাপট দেয়।
- পর্যবেক্ষণ বাস্তবতা দেখায়।
- প্রকল্প প্রতিক্রিয়া দেয়।
- AI গতি ও সংগঠন দেয়।

সবচেয়ে শক্তিশালী বোঝাপড়া অনেক সময় তখনই তৈরি হয়, যখন এই কয়েকটি একসঙ্গে কাজ করে।

আমার জীবন থেকে কিছু নির্দিষ্ট শিক্ষা

ব্যবসা আমাকে বিশ্বাসের মূল্য শিখিয়েছে। শুধু ক্রেতা নয়—বিক্রেতা, ব্যাঙ্কার, কর্মচারী এবং সহযোগীর বিশ্বাসও অর্জন করতে হয়।

বক্তৃতা আমাকে স্পষ্টতা শিখিয়েছে। সাফল্য নিয়ে ক্লাস নেওয়ার সময় বুঝেছি—কোনও বিষয় জানা আর পরিষ্কার করে বোঝানো এক ক্ষমতা নয়।

ভ্রমণ আমাকে দৃষ্টিভঙ্গি শিখিয়েছে। অন্য দেশের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে বুঝেছি, আমাদের বিচার নিজস্ব সংস্কৃতি দ্বারা কতটা প্রভাবিত।

বাগান আমাকে রোগ নির্ণয় শিখিয়েছে। গাছ তত্ত্বে সাড়া দেয় না; সাড়া দেয় মাটি, পানি, রোদ, ড্রেনেজ এবং যত্নে।

ঐতিহাসিক গবেষণা আমাকে সংশোধন শিখিয়েছে। নতুন প্রমাণ পুরনো কাঠামো পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করতে পারে।

প্রকাশনা আমাকে project-based learning শিখিয়েছে। এক সমস্যা অন্য সমস্যায় নিয়ে গেছে—manuscript, layout, printing, ISBN, Amazon, promotion।

ডিজিটাল প্রচার আমাকে মাপতে শিখিয়েছে। reach, clicks, engagement-এর অর্থ জানাই যথেষ্ট নয়; এগুলি পরের সিদ্ধান্তে কী বলছে তা বুঝতে হয়।

রপ্তানি আমাকে যাচাই করতে শিখিয়েছে। AI প্রক্রিয়া বুঝতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু সরকারি নিয়ম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই নিশ্চিত করতে হয়।

ওয়েবসাইট আমাকে informed delegation শিখিয়েছে। প্রতিটি line of code লেখা দরকার নেই, কিন্তু নিজের প্রয়োজন বোঝানো এবং ফল কাজ করছে কি না বিচার করার মতো জ্ঞান দরকার।

এগুলি আলাদা গল্প নয়। একসঙ্গে দেখলে এগুলিই আমার শেখার পদ্ধতি।

গুরুত্বপূর্ণ শেখা এক জায়গায় রাখুন

আধুনিক কাজের তথ্য ছড়িয়ে থাকে—WhatsApp, email, AI chat, notebook, spreadsheet বা document-এ।

প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রকল্পের জন্য চারটি জিনিস একসঙ্গে রাখুন:

- আমি কী অর্জন করতে চাই?
- আমি কী শিখেছি?
- কী এখনও পরিষ্কার নয়?
- পরবর্তী পদক্ষেপ কী?

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এতটাই যথেষ্ট।

উদ্দেশ্য ছাড়া তথ্য জমাবেন না

শত শত নিবন্ধ, screenshot, video এবং PDF save করা খুব সহজ।

save করা শেখা নয়।

আমি কি সত্যিই এটি ব্যবহার করব?

উত্তর যদি 'সম্ভবত না' হয়, তবে সেটি জমিয়ে রাখারও দরকার নেই।

নীতি ও সাময়িক তথ্য আলাদা করুন

কিছু জ্ঞান গভীরভাবে বোঝা দরকার—বিশ্বাস, পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন, যোগাযোগ, প্রমাণ এবং শেখার পদ্ধতি।

কিছু তথ্য দ্রুত বদলে যায়—software menu, platform setting, বর্তমান নিয়ম বা প্রযুক্তিগত ধাপ।

নীতি বুঝুন। খুঁটিনাটি কোথায় পাবেন, তা জানুন।

'এখন নয়' তালিকা রাখুন

আজও আমার মাথায় যত ভাবনা আসে, সব একসঙ্গে করা সম্ভব নয়।

একটি ধারণা ভালো হলেই তা এখনই করতে হবে—এমন নয়।

লিখে রাখুন। সময় হলে ফিরে আসুন।

এতে কৌতূহলও থাকে, মনোযোগও নষ্ট হয় না।

আমার ব্যক্তিগত শেখার চক্র

1. লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।
2. প্রশ্ন নির্ধারণ করুন।
3. জ্ঞান সংগ্রহ করুন।
4. কাজ করুন।
5. ফল লক্ষ্য করুন।
6. উন্নতি করুন।

তারপর আবার শুরু করুন।

আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ হওয়ার সঙ্গে আমার শিক্ষা শেষ হয়নি। শুধু তার স্থান বদলেছে।

কর্মক্ষেত্র হয়েছে শ্রেণিকক্ষ। ভ্রমণ হয়েছে সংস্কৃতির বিশ্ববিদ্যালয়। বাগান হয়েছে ল্যাবরেটরি। ঐতিহাসিক স্থান হয়েছে প্রশ্ন। বই হয়েছে শিক্ষক। ব্যর্থতা হয়েছে প্রতিক্রিয়া। এখন AI নতুন শেখার সঙ্গী।

অধ্যায় 13

সারাজীবন শেখার ক্ষমতা ধরে রাখুন

এক সময় জীবনকে খুব সরল ধারায় দেখা হত:

- যৌবনে পড়াশোনা করুন।
- প্রাপ্তবয়সে কাজ করুন।
- বয়সে অবসর নিন।

আজ এই মডেল যথেষ্ট নয়।

প্রযুক্তি, পেশা, ব্যবসা এবং টুল বদলাতে থাকে। সবকিছু আগে থেকে জানা গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ হল নতুন প্রয়োজন দেখা দিলে শেখা শুরু করতে পারা।

বয়স মনকে বন্ধ করে না

আমি জীবনের এমন পর্যায়ে আছি, যখন অনেকেই ধীরে চলার কথা ভাবেন।

তবু আমি বই, বাগান, পরিবেশের কাজ, ইতিহাস-গবেষণা, প্রকাশনা, ওয়েবসাইট, প্রচার এবং AI নিয়ে কাজ করছি।

আজ যে ডিজিটাল টুলগুলি ব্যবহার করি, তার অনেকগুলিই আমার কর্মজীবনের বড় অংশে ছিল না।

যদি আমি বলতাম—'এগুলি আমার প্রজন্মের জন্য নয়', তবে আজকের অনেক সুযোগ নিজেই বন্ধ করে দিতাম।

অভিজ্ঞতা শক্তি হতে পারে

তরুণদের হাতে সময় বেশি থাকে। বয়স্কদের হাতে জমে থাকা অভিজ্ঞতা থাকতে পারে।

আজ কোনও ব্যবসায়িক ধারণা এলে আমি তাকে বহু বছরের লেনদেন ও সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

বাগানের পরামর্শকে বাস্তব গাছ ও বাগানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি।

ঐতিহাসিক যুক্তিকে বই, স্থান-ভ্রমণ এবং বহু বছরের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করি।

অভিজ্ঞতা নতুন জ্ঞানকে বসার জায়গা দেয়।

‘এটা আমার জন্য নয়’ বলবেন না

একটি বিপজ্জনক বাক্য হল: ‘এটা আমার মতো মানুষের জন্য নয়।’

AI কঠিন মনে হতে পারে। নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অচেনা হতে পারে। আপনার চেয়ে অনেক কম বয়সি কেউ সেটি ভালো বুঝতে পারে।

তাতে কিছু আসে যায় না।

‘আমি আগে কখনও করিনি’ মানে ‘আমি করতে পারব না’ নয়।

প্রথমে কোন জিনিসটি আমার বোঝা দরকার?

সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া দরকার নেই

ওয়েবসাইটে কী চাই তা বুঝতে programmer হওয়া দরকার নেই।

কোনও campaign কাজ করছে কি না বুঝতে professional marketer হওয়া দরকার নেই।

AI ব্যবহার করতে AI engineer হওয়া দরকার নেই।

প্রায়ই ব্যবহারিক দক্ষতাই যথেষ্ট—মূল বিষয় বোঝা, ভালো প্রশ্ন করা, কী গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে পারা, এবং কোথায় বিশেষজ্ঞ দরকার তা জানা।

কোনও একটি বিষয়ে নবীন থাকুন

কখনও আবার beginner হওয়া ভালো।

ব্যবসা, উদ্যানবিদ্যা, প্রকাশনা, ডিজিটাল প্রচার, ওয়েবসাইট, রপ্তানি এবং এখন AI—প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমি একসময় beginner ছিলাম।

শুরুতে প্রতিটি বিষয় জটিল লেগেছে। পরে কয়েকটি মূল নীতি পরিষ্কার হয়েছে।

সবচেয়ে কঠিন ধাপ অনেক সময় শুধু শুরু করা।

বিভিন্ন জ্ঞান একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়

- বাগান পর্যবেক্ষণ শেখায়।
- ব্যবসা সম্পর্ক শেখায়।
- ভ্রমণ দৃষ্টিভঙ্গি দেয়।
- বক্তৃতা স্পষ্টতা শেখায়।

- গবেষণা প্রমাণের গুরুত্ব শেখায়।
- প্রযুক্তি অভিযোজন শেখায়।

এক ক্ষেত্রের শিক্ষা অন্য ক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানে কাজে লাগে।

প্রজন্মের মধ্যে শিখুন

বয়স্কদের অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। তরুণরা নতুন টুল দ্রুত গ্রহণ করে।

দু'পক্ষেরই কিছু দেওয়ার আছে।

বয়স্ক কারও উচিত নয় কম বয়সি মানুষের কাছ থেকে প্রযুক্তি শিখতে লজ্জা পাওয়া। একইভাবে তরুণদেরও দশকের অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করা উচিত নয়।

অহংকার যদি শিক্ষক বেছে না দেয়, শেখা আরও ভালো হয়।

একটি সহজ অভ্যাস

1. প্রশ্ন পরিষ্কার করুন।
2. এক বা দুইটি নির্ভরযোগ্য সূত্র বেছে নিন।
3. মূল শিক্ষা নিজের ভাষায় বলুন।
4. বাস্তব অবস্থায় ব্যবহার করুন।
5. ফলাফল পর্যালোচনা করুন।

এই মাসে এমন কী বুঝলাম, যা আমার চিন্তা বা কাজের পদ্ধতি বদলে দিয়েছে?

এটি বই, ভিডিও বা কোর্সের সংখ্যা গোনার চেয়ে বেশি উপকারী।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে

হায়ার সেকেন্ডারির পরে যখন কাজ শুরু করি, তখন জানতাম না—আমি জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ শ্রেণিকক্ষে ঢুকছি।

আমার সামনে দায়িত্ব ও বাস্তব সমস্যা ছিল, যার জন্য স্কুল আমাকে পুরোপুরি প্রস্তুত করেনি।

- বিশ্বাস কীভাবে অর্জন করব?
- অনিশ্চয়তার মধ্যে সিদ্ধান্ত কীভাবে নেব?
- মানুষকে কীভাবে বুঝব?
- ধাক্কার পরে আবার কীভাবে উঠব?

- কঠিন সময়ে পরিবার কীভাবে সামলাব?
- কোনও শিক্ষক সঠিক উত্তর না দিলে সিদ্ধান্ত কীভাবে নেব?

এই প্রশ্নগুলিই আমার আসল পাঠ হয়ে ওঠে।

তিরিশের গোড়ায়, পরিবার সামলে সংগ্রামের সময়, The Law of Success আমার জীবনে আসে। 1987 সালে আমি পুরনো কপিটি সেকেন্ড-হ্যান্ড কিনেছিলাম।

বইটি মনোভাব ও সম্ভাবনাকে দেখার আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্বপূর্ণ মোড় আনে।

পরে ব্যবসা আমাকে বিশ্বাসের বাস্তব অর্থ শিখিয়েছে। ভ্রমণ দেখিয়েছে—আমার পৃথিবী দেখার ভঙ্গি একমাত্র ভঙ্গি নয়। বাগান শিখিয়েছে ধৈর্য ও পর্যবেক্ষণ। ইতিহাস-গবেষণা শিখিয়েছে পুরনো সিদ্ধান্ত আবার পরীক্ষা করতে। বক্তৃতা শিখিয়েছে ভাবনা গুছিয়ে বলতে।

তারপর এসেছে প্রকাশনা, ওয়েবসাইট, ডিজিটাল মার্কেটিং, রপ্তানি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

আমি যখন কর্মজীবন শুরু করি, এই বিষয়গুলির কোনওটাই আমার শিক্ষার অংশ ছিল না।

কিন্তু প্রতিবার পদ্ধতি প্রায় একই ছিল:

প্রয়োজন এসেছে। আমি প্রশ্ন করেছি। মানুষ, বই, স্থান বা টুলের সাহায্য নিয়েছি। যা শিখেছি, তা পরীক্ষা করেছি। তারপর বদলেছি।

AI এই চক্রকে অসাধারণভাবে দ্রুত করেছে। কিন্তু অভ্যাসটি AI আসার বহু আগে তৈরি।

স্কুলের পরে শেখা বন্ধ করলে আমি সেই জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতাম, যা নিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলাম।

তার বদলে জীবনের প্রতিটি পর্যায় আর-একটি স্তর যোগ করেছে।

এই কারণেই আত্মবিশ্বাসের সবচেয়ে শক্তিশালী রূপ ‘আমি জানি’ বলা নয়।

আমি এখনও এটা জানি না—কিন্তু আমি জানি কীভাবে শুরু করতে হয়।

আজ আমরা জানি না আগামীকাল কী লাগবে। কিন্তু আগামীকাল নতুন প্রশ্ন এলে, আমরা তার উত্তর শেখা শুরু করতে পারি।

7 দিনের 'শিখতে শেখা' চ্যালেঞ্জ

শেখা নিয়ে পড়া উপকারী। কিন্তু নিজের জীবনে সেই ভাবনাগুলি পরীক্ষা করা আরও উপকারী।

পরবর্তী সাত দিন প্রতিদিন 20–30 মিনিট এমন একটি বাস্তব বিষয়ে দিন, যা আপনার জন্য সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি কাজ, স্বাস্থ্য, বাগান, প্রযুক্তি, ব্যবসা, যোগাযোগ, গবেষণা বা ব্যক্তিগত লক্ষ্য—যে কোনও কিছু হতে পারে।

শুধু আকর্ষণীয় বলে বিষয় বেছে নেবেন না। এমন কিছু বেছে নিন যা সত্যিই বুঝতে বা উন্নত করতে চান।

দিন 1 — কী শিখবেন তা ঠিক করুন

একটি বাক্য লিখুন: "আমি _____ বুঝতে চাই, কারণ _____।"

- আমি ইতিমধ্যে কী জানি?
- কোন বিষয়ে আমি অনিশ্চিত?
- এই শেখাকে উপকারী করে তুলবে এমন ফল কী?

আজকের কাজ: শেখার লক্ষ্য এক বাক্যে লিখুন।

দিন 2 — ভালো প্রশ্ন করুন

গতকালের লক্ষ্যকে পাঁচটি উপকারী প্রশ্নে ভেঙে নিন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর খুঁজবেন না। আগে প্রশ্নগুলি আরও ভালো করতে কয়েক মিনিট দিন।

- সমস্যাটি স্পষ্ট করে এমন প্রশ্ন কী?
- মূল কারণ কী হতে পারে?
- কী পরীক্ষা করা যায়?
- সাফল্য কেমন দেখাবে?
- কী এখনও অনুপস্থিত?

আজকের কাজ: পাঁচটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি বেছে নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করুন।

দিন 3 — সিদ্ধান্তের আগে পর্যবেক্ষণ

আজ Google, YouTube বা AI দিয়ে শুরু করবেন না। কোনও একটি বিষয় সরাসরি দেখুন।

- আমি কী দেখছি?
- কী বদলেছে?
- আমি সাধারণত কী এড়িয়ে যাই?

আজকের কাজ: কোনও ব্যাখ্যা না দিয়ে তিনটি পর্যবেক্ষণ লিখুন। আগে দেখুন, পরে ব্যাখ্যা করুন।

দিন 4 — একজন মানুষের কাছ থেকে শিখুন

এমন কাউকে খুঁজুন যিনি এমন কিছু জানেন যা আপনি জানেন না—সহকর্মী, টেকনিশিয়ান, মালি, ক্রেতা, প্রবীণ, তরুণ, বিশেষজ্ঞ বা বন্ধু।

- নতুনরা সবচেয়ে বেশি কোন ভুল করে?
- আবার শিখতে হলে আপনি কোথা থেকে শুরু করতেন?

আজকের কাজ: এমন একটি শিক্ষা লিখুন যা শুধু বই পড়ে সহজে পাওয়া যেত না।

দিন 5 — কম পড়ুন, বেশি বুঝুন

আপনার প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত একটি ভালো নিবন্ধ, অধ্যায়, ভিডিও বা অন্য উৎস বেছে নিন। একসঙ্গে অনেক উৎস নেবেন না।

- 3টি বিষয় যা বুঝেছি
- 2টি প্রশ্ন যা এখনও আছে
- 1টি বিষয় যা কাজে লাগাতে পারি

আজকের কাজ: উৎস না দেখে পাঁচটি সহজ বাক্যে ব্যাখ্যা করুন কী শিখেছেন।

দিন 6 — AI-কে শেখার সঙ্গী করুন

এবার নিজের বিষয়টি AI-র কাছে নিন। লক্ষ্য, আপনার বর্তমান বোঝাপড়া এবং বাকি প্রশ্নগুলি তাকে জানান।

- একটি কঠিন বিষয় ব্যাখ্যা করতে বলুন।

- একটি ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে বলুন।
- আর-একটি দৃষ্টিভঙ্গি চাইুন।
- কোন বিষয় যাচাই করা দরকার তা জিজ্ঞেস করুন।

আজকের কাজ: দুটি লাইন লিখুন—AI কী বুঝতে সাহায্য করেছে? কোন বিষয় এখনও আপনার বিচার বা যাচাই চায়?

দিন 7 — শেখাকে কাজে বদলান

গত ছয় দিনের নোট দেখুন।

- আমার বোঝাপড়ায় কী বদলেছে?
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা কোনটি?
- শুরুতে কী ভুল বুঝেছিলাম?
- এখন কী আলাদা করব?

আজকের কাজ: বাক্যটি পূর্ণ করুন—"এই সপ্তাহে যা শিখেছি, তার কারণে এখন আমি _____ করব।" তারপর সেটি করুন।

সাত দিনের শেষে পর্যালোচনা

1. সবচেয়ে উপকারী কী শিখলাম?

2. কোন প্রশ্নটি সবচেয়ে ভালো শেখা এনে দিল?

3. পর্যবেক্ষণ এমন কী শেখাল যা শুধু তথ্য শেখাতে পারত না?

4. আমি কোন পুরনো মত বদলেছি?

5. এখন আমি কী বুঝতে চাই?

উত্তরগুলি রেখে দিন। এগুলিই আপনার ব্যক্তিগত learning record-এর শুরু।

একটি শেষ নিয়ম

এই চ্যালেঞ্জকে কত তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা দিয়ে মাপবেন না।

মাপুন—এখন আপনি কী ভালো বুঝতে পারেন, কোন ভালো প্রশ্ন করতে পারেন, কোন ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, বা সাত দিন আগে যা পারতেন না এখন কী করতে পারেন। এটাই শেখা।

প্রিন্টযোগ্য দৈনিক শেখার ওয়ার্কশিট

7 দিনের 'শিখতে শেখা' চ্যালেঞ্জ

প্রতিদিন এই পাতার একটি কপি ব্যবহার করুন।

দিন: _____ তারিখ: _____

1. আজ আমি কী শিখতে চাই?

_____

_____

2. এটি আমার জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

_____

_____

3. আজকের প্রধান প্রশ্ন

_____

_____

4. আমি ইতিমধ্যে কী জানি?

_____

_____

5. আজ আমি কোন উৎস ব্যবহার করব?

☐ বই ☐ নিবন্ধ ☐ ভিডিও ☐ মানুষ ☐ পর্যবেক্ষণ ☐ AI ☐ বাস্তব পরীক্ষা ☐ অন্য: _____

আজ আমি কী আবিষ্কার করলাম

6. তিনটি উপকারী বিষয় যা শিখলাম

_____

_____

_____

_____

7. কোন বিষয় আমাকে অবাক করল?

_____

_____

8. কোনও বিষয় কি আমার পুরনো বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করেছে?

☐ হ্যাঁ ☐ না

যদি হ্যাঁ, কী?

_____

_____

গ্রহণ করার আগে ভাবুন

9. কোন বিষয় এখনও যাচাই করা দরকার?

_____

_____

10. কোন প্রশ্ন এখনও উত্তরহীন?

_____

_____

শেখাকে কাজে বদলান

11. আজকের শেখার কারণে আমি একটি কী কাজ করব?

_____

_____

12. কখন করব?

তারিখ: _____ সময় / পরিস্থিতি: _____

দিনের শেষের প্রতিফলন

আজ আমি বুঝলাম যে...

_____

_____

আমি এখনও বুঝতে চাই...

_____

_____

আগামীকাল আমি...

_____

_____

আজকের শেখার নিজের স্কোর

কত তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার ভিত্তিতে নয়; কতটা বুঝেছেন এবং ব্যবহার করেছেন তার ভিত্তিতে স্কোর দিন।

মনোযোগ: 1 2 3 4 5

বোঝাপড়া: 1 2 3 4 5

প্রশ্ন করা: 1 2 3 4 5

প্রয়োগ: 1 2 3 4 5

আজকের সবচেয়ে উপকারী শিক্ষা:

_____

_____

লক্ষ্য → প্রশ্ন → শেখা → প্রয়োগ → পর্যবেক্ষণ → উন্নতি

জিজ্ঞেস করবেন না: "আমি কত পড়লাম?" জিজ্ঞেস করুন: "আজকের শেখা আমাকে কী ভালো বুঝতে বা করতে সাহায্য করেছে?"

এই বইয়ের 10টি মূল শিক্ষা

1. শেখা একটি বাস্তব প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়

তথ্য দিয়ে শুরু করবেন না। এমন একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করুন, যা সত্যিই বুঝতে, সমাধান করতে বা উন্নত করতে চান।

2. স্কুলে পড়া আর শেখা এক নয়

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ভিত্তি দেয়, কিন্তু জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আসে কাজ, মানুষ, ভ্রমণ, ভুল, পর্যবেক্ষণ ও প্রকল্প থেকে।

3. 'আমি জানি না' বলা কৌতূহলের দরজা খুলে দেয়

অজ্ঞানতা লুকোনোর বদলে স্বীকার করা অগ্রগতির শুরু হতে পারে। নিজের বিশ্বাসকেও প্রশ্ন করুন।

4. ভালো প্রশ্ন ভালো শেখা এনে দেয়

উত্তর চাওয়ার আগে লক্ষ্য পরিষ্কার করুন। বড় সমস্যাকে ছোট প্রশ্নে ভাঙুন। প্রমাণ, বিকল্প ও অনুপস্থিত তথ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন।

5. ব্যাখ্যার আগে পর্যবেক্ষণ করুন

সমস্যা দেখেই সমাধান দেবেন না। মন দিয়ে দেখুন, পরিবর্তন খুঁজুন, তুলনা করুন, ব্যতিক্রম দেখুন। রোগ নির্ণয়ের আগে চিকিৎসা নয়।

6. শুধু তথ্য থেকে নয়, বাস্তবতা থেকেও শিখুন

বই ও ডিজিটাল উৎস মূল্যবান, কিন্তু মানুষ, স্থান ও অভিজ্ঞতা জ্ঞানকে বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করে।

7. পরিমাণের চেয়ে বোঝাপড়া গুরুত্বপূর্ণ

কত বই পড়লেন বা কত ভিডিও দেখলেন তা গুনবেন না। জিজ্ঞেস করুন—আমি কি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারি? কাজে লাগাতে পারি?

8. ভুল পরবর্তী সিদ্ধান্তকে উন্নত করুক

কী আশা করেছিলেন, কী ঘটল, কী ভুল বুঝেছিলেন এবং পরের বার কী বদলাবেন—এই প্রশ্নগুলি ভুলকে শিক্ষায় বদলে দেয়।

9. AI-কে মনের পরিসর বাড়াতে ব্যবহার করুন, মনের জায়গা নিতে নয়

AI ব্যাখ্যা, সংগঠন, তুলনা ও চ্যালেঞ্জ করতে পারে। কিন্তু চিন্তার প্রক্রিয়ায় নিজে থাকুন।

10. নিজের শেখার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখুন

আগামীকাল কী দরকার হবে আজ জানা সম্ভব নয়। স্থায়ী শক্তি হল বলতে পারা: 'আমি এখনও জানি না—কিন্তু কীভাবে শুরু করতে হয় জানি।'

পুরো বই এক লাইনে

লক্ষ্য → প্রশ্ন → শেখা → প্রয়োগ → পর্যবেক্ষণ → উন্নতি

তারপর আবার। এভাবেই তথ্য বোঝাপড়ায়, আর বোঝাপড়া অভিজ্ঞতায় বদলে যায়।

শেষ প্রতিফলন — এখন আপনি কী বদলাবেন?

বই বন্ধ করার আগে শুধু জিজ্ঞেস করবেন না: “আমি কী শিখলাম?”

জিজ্ঞেস করুন: “এই শেখার কারণে এখন কী বদলাবে?”

কয়েক মিনিট সময় নিয়ে সৎভাবে উত্তর দিন।

1. শেখা সম্পর্কে আমার কোন বিশ্বাস বদলেছে?

_____

_____

2. কোন অভ্যাস আমি বন্ধ করতে চাই?

_____

_____

3. কোন নতুন অভ্যাস শুরু করতে চাই?

_____

_____

4. জীবন বা কাজের কোন প্রশ্নটি আরও গভীর মনোযোগ চায়?

_____

_____

5. আমি কোন কাজ শুধু এই কারণে ফেলে রেখেছি যে মনে হয়—‘আমি এটা জানি না’?

_____

_____

এখন আবার লিখুন: “আমি এখনও এটা জানি না, কিন্তু শুরু করতে পারি এখানে থেকে...”

_____

_____

6. কে আমাকে এমন কিছু শেখাতে পারেন যা আমি জানি না?

_____

আমি তাঁকে কী জিজ্ঞেস করব?

_____

_____

7. কোথায় কাজ করার আগে আরও পর্যবেক্ষণ করা দরকার?

_____

_____

8. কোন গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটি আবার পরীক্ষা করা দরকার?

_____

_____

9. কোথায় AI আরও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত?

_____

_____

10. পরবর্তী 48 ঘণ্টায় আমি কোন বাস্তব কাজটি করব?

_____

_____

তারিখ: _____

আমার ব্যক্তিগত শেখার অঙ্গীকার

নিজের ভাষায় বাক্যটি পূর্ণ করুন:

আজ থেকে আমি আরও ভালোভাবে শিখব, কারণ আমি...

_____

_____

_____

নাম: _____

তারিখ: _____

একটি প্রশ্ন সঙ্গে রাখুন

এখন আমার কী বোঝা দরকার?

সবকিছু নয়। কোনও একদিন নয়। পরেরটি কী?

এই প্রশ্ন আমার জীবনের বহু পর্যায়ে আমাকে দিশা দিয়েছে। আপনাকেও দিতে পারে।

ব্যক্তিগত শেখার স্ব-মূল্যায়ন

এটি পরীক্ষা নয়। সঠিক বা ভুল স্কোর নেই। উদ্দেশ্য হল—আপনি এখন কীভাবে শেখেন তা লক্ষ্য করা।

প্রতিটি বক্তব্যের জন্য নিজেকে ১ থেকে ৫-এর মধ্যে একটি স্কোর দিন:

1 = প্রায় কখনও সত্য নয়
2 = খুব কম ক্ষেত্রে সত্য
3 = কখনও কখনও সত্য
4 = প্রায়ই সত্য
5 = প্রায় সবসময় সত্য

A. কৌতূহল ও প্রশ্ন

1. আমি না বুঝলে প্রশ্ন করি। স্কোর: _____

2. 'আমি জানি না' বলতে আমার অসুবিধা হয় না। স্কোর: _____

3. প্রথম ব্যাখ্যাটি মেনে নেওয়ার আগে 'কেন' বুঝতে চেষ্টা করি। স্কোর: _____

4. অন্যের ধারণার পাশাপাশি নিজের ধারণাকেও প্রশ্ন করি। স্কোর: _____

বিভাগের মোট: _____ / 20

B. পর্যবেক্ষণ

5. সমস্যা নির্ধারণের আগে আমি ভালো করে দেখি। স্কোর: _____

6. পরিবর্তন, প্যাটার্ন এবং ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। স্কোর: _____

7. আমি যা দেখেছি এবং যা ধরে নিয়েছি—দুটিকে আলাদা রাখি। স্কোর: _____

8. প্রয়োজন হলে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ লিখে রাখি। স্কোর: _____

বিভাগের মোট: _____ / 20

C. বোঝাপড়া

9. নতুন ধারণা নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। স্কোর: _____

10. মুখস্থ করার চেয়ে বোঝাকে বেশি মূল্য দিই। স্কোর: _____

11. নতুন জ্ঞানকে আগে জানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করি। স্কোর: _____

12. খুঁটিনাটিতে হারিয়ে না গিয়ে মূল ধারণা ধরতে পারি। স্কোর: _____

বিভাগের মোট: _____ / 20

D. অভিজ্ঞতা থেকে শেখা

13. ভুল হলে বুঝতে চেষ্টা করি কী ভুল হয়েছে। স্কোর: _____

14. সাফল্যও পরীক্ষা করি—কেন কাজ করল। স্কোর: _____

15. প্রমাণ বিরোধিতা করলে মত বদলাতে প্রস্তুত থাকি। স্কোর: _____

16. যেখানে সম্ভব, ধারণা বাস্তবে পরীক্ষা করি। স্কোর: _____

বিভাগের মোট: _____ / 20

E. তথ্য ও উৎস

17. পড়া বা গবেষণার আগে জানি কেন করছি। স্কোর: _____

18. গুরুত্বপূর্ণ বা বিতর্কিত বিষয়ে একাধিক উৎস তুলনা করি। স্কোর: _____

19. শুধু আকর্ষণীয় বলে সবকিছু save করি না। স্কোর: _____

20. কোন তথ্য যাচাই করতে হবে তা বুঝি। স্কোর: _____

বিভাগের মোট: _____ / 20

F. AI ব্যবহার

21. AI-কে জিজ্ঞেস করার আগে নিজে সমস্যা নিয়ে ভাবি। স্কোর: _____

22. AI-কে যথেষ্ট প্রসঙ্গ দিই। স্কোর: _____

23. কখনও AI-কে আমার ধারণা চ্যালেঞ্জ করতে বলি। স্কোর: _____

24. গুরুত্বপূর্ণ AI-তথ্যে কাজ করার আগে যাচাই করি। স্কোর: _____

বিভাগের মোট: _____ / 20

G. কাজ ও প্রয়োগ

25. শেখা বিষয় বাস্তবে ব্যবহার করি। স্কোর: _____

26. বড় লক্ষ্যকে ছোট শেখার প্রশ্নে ভাঙি। স্কোর: _____

27. নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করার পরে ফল পর্যালোচনা করি। স্কোর: _____

28. সাধারণত বুঝতে পারি পরবর্তী শেখার পদক্ষেপ কী। স্কোর: _____

বিভাগের মোট: _____ / 20

মোট স্কোর

সাতটি বিভাগের স্কোর যোগ করুন।

আমার মোট স্কোর: _____ / 140

শুধু মোট স্কোর দেখবেন না। কোন বিভাগ শক্তিশালী, আর কোনটিতে উন্নতি দরকার—সেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বিভাগের স্কোর কী বলে

16–20: এটি ইতিমধ্যে আপনার শক্তিশালী শেখার অভ্যাসগুলির একটি।

11–15: ভালো ভিত্তি আছে; আরও নিয়মিত করা যায়।

6–10: উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। একটি ছোট অভ্যাস বেছে নিন।

4–5: এই ক্ষেত্র এখন আপনার শেখাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে। এখান থেকেই শুরু করুন।

আমার শেখার প্রোফাইল

আমার সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেত্র:

_____

যে ক্ষেত্রটি সবচেয়ে উন্নত করা দরকার:

_____

প্রথম যে অভ্যাসটি শক্তিশালী করব:

_____

যে পরিস্থিতিতে এটি অনুশীলন করব:

_____

পরবর্তী পর্যালোচনার তারিখ:

_____

পূর্ণ নম্বরের পিছনে ছুটবেন না

এই অনুশীলনের উদ্দেশ্য 140/140 পাওয়া নয়।

কেউ পর্যবেক্ষণে শক্তিশালী কিন্তু প্রশ্ন করতে দুর্বল হতে পারেন। কেউ অনেক পড়েন কিন্তু ব্যবহার করেন কম। কেউ AI আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যবহার করেন কিন্তু উত্তর খুব দ্রুত মেনে নেন। আবার কারও বাস্তব অভিজ্ঞতা গভীর কিন্তু নতুন প্রযুক্তি এড়িয়ে চলেন।

উদ্দেশ্য হল পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির ক্ষেত্র খুঁজে বের করা।

এখন আমার কী উন্নত করা দরকার?

স্কোর কীভাবে হিসাব করবেন

প্রতিটি বক্তব্যের জন্য 1 থেকে 5 পর্যন্ত স্কোর দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি বিভাগে 4টি প্রশ্ন আছে, তাই একটি বিভাগের সর্বোচ্চ স্কোর:

4টি প্রশ্ন × 5 = 20

উদাহরণ: Section A-তে আপনার স্কোর যদি হয়—

- প্রশ্ন 1 = 4
- প্রশ্ন 2 = 3
- প্রশ্ন 3 = 5
- প্রশ্ন 4 = 4

4 + 3 + 5 + 4 = 16

তাহলে Section A-এর মোট = 16 / 20।

একইভাবে সাতটি বিভাগ হিসাব করুন।

সাতটি বিভাগের মোট

A. কৌতূহল ও প্রশ্ন: _____ / 20

B. পর্যবেক্ষণ: _____ / 20

C. বোঝাপড়া: _____ / 20

D. অভিজ্ঞতা থেকে শেখা: _____ / 20

E. তথ্য ও উৎস: _____ / 20

F. AI ব্যবহার: _____ / 20

G. কাজ ও প্রয়োগ: _____ / 20

এখন সাতটি বিভাগ যোগ করুন।

উদাহরণ: 16 + 14 + 17 + 13 + 15 + 12 + 16 = 103

মোট স্কোর = 103 / 140

সর্বোচ্চ মোট স্কোর: 7 বিভাগ × 20 = 140।

গুরুত্বপূর্ণ

শুধু মোট স্কোরের দিকে তাকাবেন না।

সবচেয়ে কম স্কোর করা বিভাগটি অনেক সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা দেখায় উন্নতির সবচেয়ে বড় সুযোগ কোথায়।

যেমন, কৌতূহল, পর্যবেক্ষণ ও বোঝাপড়ায় ভালো স্কোর হলেও 'AI ব্যবহার'-এ যদি 8/20 হয়, তাহলে উন্নতির ক্ষেত্রটি খুব পরিষ্কার।

মোট স্কোর: আপনার সামগ্রিক ছবি দেয়।

বিভাগের স্কোর: পরবর্তী ফোকাস কোথায় হবে তা দেখায়।

স্কোর নথিভুক্ত করার ওয়ার্কশিট

স্ব-মূল্যায়ন শেষ করার পরে এই পাতা পূরণ করুন।

ধাপ 1 — বিভাগের স্কোর লিখুন

বিভাগ	আপনার স্কোর	সর্বোচ্চ
A. কৌতূহল ও প্রশ্ন	_____	20
B. পর্যবেক্ষণ	_____	20
C. বোঝাপড়া	_____	20
D. অভিজ্ঞতা থেকে শেখা	_____	20
E. তথ্য ও উৎস	_____	20
F. AI ব্যবহার	_____	20
G. কাজ ও প্রয়োগ	_____	20

A + B + C + D + E + F + G = _____ / 140

ধাপ 2 — শক্তিশালী ও দুর্বল ক্ষেত্র চিনুন

আমার সর্বোচ্চ স্কোরের বিভাগ:

স্কোর: _____ / 20

এটি আমার শক্তি কেন?

_____

_____

আমার সর্বনিম্ন স্কোরের বিভাগ:

স্কোর: _____ / 20

এই ক্ষেত্রটিতে বেশি মনোযোগ দরকার কেন?

_____

_____

ধাপ 3 — একটি উন্নতির অগ্রাধিকার বেছে নিন

সবকিছু একসঙ্গে বদলানোর চেষ্টা করবেন না।

☐ কৌতূহল/প্রশ্ন ☐ পর্যবেক্ষণ ☐ বোঝাপড়া ☐ অভিজ্ঞতা থেকে শেখা

☐ তথ্য/উৎস ☐ AI ব্যবহার ☐ কাজ/প্রয়োগ

একটি নির্দিষ্ট অভ্যাস যা উন্নত করতে চাই:

_____

_____

ধাপ 4 — কী করবেন ঠিক করুন

এই ক্ষেত্র উন্নত করতে আমি...

_____

_____

কোথায় অনুশীলন করব?

_____

শুরু করার তারিখ: _____

ধাপ 5 — 30 দিন পরে পর্যালোচনা

প্রাথমিক মোট স্কোর: _____ / 140

নতুন মোট স্কোর: _____ / 140

অগ্রাধিকার বিভাগের প্রাথমিক স্কোর: _____ / 20

নতুন স্কোর: _____ / 20

কী উন্নতি হয়েছে?

_____

_____

কী এখনও বাকি?

_____

_____

পরবর্তী অগ্রাধিকার কী?

_____

_____

আমার শেখার অগ্রগতির রেকর্ড

পর্যালোচনার তারিখ	মোট / 140	সর্বনিম্ন বিভাগ	পরবর্তী অগ্রাধিকার
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

একটি নিয়ম

নিজের স্কোর অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করবেন না। নিজের আগের স্কোর এবং আগের অভ্যাসের সঙ্গে তুলনা করুন।

উদ্দেশ্য নিজেকে ‘ভালো learner’ প্রমাণ করা নয়। উদ্দেশ্য—আরও ভালো learner হওয়া।

আমার ব্যক্তিগত শেখার পরিকল্পনা

এই পাতাটি ব্যবহার করুন নিজের সম্পর্কে পাওয়া বোঝাপড়াকে একটি পরিষ্কার 30 দিনের শেখার লক্ষ্যে বদলাতে।

সবকিছু একসঙ্গে উন্নত করার চেষ্টা করবেন না।

1. আমি কী শিখতে বা উন্নত করতে চাই?

_____

_____

এটি আমার জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

_____

_____

2. আমি ইতিমধ্যে কী জানি?

_____

_____

আমার আর কী বোঝা দরকার?

_____

_____

3. আমার তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

1.

_____

2.

_____

3.

_____

4. কোথা থেকে শিখব?

☐ বই ☐ নিবন্ধ/গবেষণা ☐ ভিডিও ☐ অভিজ্ঞ মানুষ

☐ পর্যবেক্ষণ ☐ বাস্তব পরীক্ষা ☐ AI ☐ কোর্স ☐ অন্য: _____

প্রথম মানুষ, বই বা উৎস যেখান থেকে শুরু করব:

_____

_____

5. AI কীভাবে ব্যবহার করব?

☐ কঠিন ধারণা বোঝা ☐ ভালো প্রশ্ন তৈরি ☐ বিকল্প তুলনা

☐ নিজের ধারণা চ্যালেঞ্জ ☐ তথ্য গুছিয়ে নেওয়া ☐ অনুশীলন

☐ পরবর্তী ধাপ পরিকল্পনা ☐ অন্য: _____

একটি বিষয় যা স্বাধীনভাবে যাচাই করব:

_____

_____

6. আমি বাস্তবে কী করব?

আমার প্রথম ব্যবহারিক পদক্ষেপ:

_____

_____

আমি এটি এই তারিখের মধ্যে করব: _____

7. কীভাবে বুঝব যে আমি উন্নতি করছি?

আমি এই ফলটি দেখতে চাই:

_____

_____

- আমি বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি।
- আমি কাজটি নিজে করতে পারি।
- ভুল কম হচ্ছে।
- আমার গাছ ভালো সাড়া দিচ্ছে।
- আমার campaign-এর ফল ভালো হচ্ছে।

- আমি বেশি তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে পারছি।
- আমি বিষয়টি অন্যকে শেখাতে পারি।

8. কী আমাকে থামাতে পারে?

সবচেয়ে বড় সম্ভাব্য বাধা:

_____

_____

আমি এভাবে সামলাব:

_____

_____

আমার 30 দিনের শেখার অঙ্গীকার

পরবর্তী 30 দিনে আমার ফোকাস: _____

আমি প্রায় _____ মিনিট, সপ্তাহে _____ দিন সময় দেব।

আমি অগ্রগতি পর্যালোচনা করব: _____

30 দিন পরে

এখন আমি কী বুঝতে বা করতে পারি, যা আগে পারতাম না?

_____

_____

আমার চিন্তায় কী বদলেছে?

_____

_____

কী কাজ করেনি?

_____

_____

এখন পরবর্তী কী শিখতে চাই?

_____

আমার ব্যক্তিগত শেখার সূত্র

লক্ষ্য: _____

লক্ষ্য → প্রশ্ন → শেখা → প্রয়োগ → পর্যবেক্ষণ → উন্নতি

এখন আমার কী বোঝা দরকার?

লেখক সম্পর্কে

দিনেশ চন্দ্র রাওয়াত

দিনেশ চন্দ্র রাওয়াত একজন লেখক, পরিবেশকর্মী, উদ্যানবিদ্যা উদ্যোক্তা এবং স্বাধীন গবেষক। তাঁর কর্মজীবন ব্যবসা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বাগান, পরিবেশ, ঐতিহাসিক গবেষণা, বক্তৃতা এবং প্রকাশনা—বহু ক্ষেত্র অতিক্রম করেছে।

হায়ার সেকেন্ডারির পরে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা, স্বশিক্ষা, ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিজের জ্ঞান গড়ে তুলেছেন। বহু দেশে ভ্রমণ তাঁকে সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং মানুষ পৃথিবীকে কীভাবে দেখে—সে বিষয়ে গভীর আগ্রহী করে তুলেছে। তিনি Green Mall-এর প্রতিষ্ঠাতা, যেখানে তাঁর কাজ উদ্যানবিদ্যা, বাগান এবং ল্যান্ডস্কেপিং-এর সঙ্গে যুক্ত; এবং Prakriti Bandhu Trust-এর প্রতিষ্ঠাতা, যা মানুষকে দৈনন্দিন ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে প্রকৃতির বন্ধু হতে উৎসাহিত করে।

তিনি এখন পর্যন্ত প্রায় এক ডজন বই লিখেছেন—ভারতীয় সভ্যতা ও ইতিহাস, বাগান ও ল্যান্ডস্কেপিং, পরিবেশ সচেতনতা এবং জীবনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নিয়ে। তাঁর লেখার একটি কেন্দ্রীয় বিশ্বাস হল—জ্ঞান শুধু তত্ত্বে আটকে না থেকে মানুষকে প্রশ্ন করতে, বুঝতে এবং কাজ করতে সাহায্য করুক।

ভারতীয় সভ্যতা নিয়ে তাঁর অনুসন্ধান গড়ে উঠেছে দশকের পড়াশোনা, ভ্রমণ, ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক স্থান পরিদর্শন, কথোপকথন এবং স্বাধীন গবেষণার মাধ্যমে। একই সঙ্গে উদ্যানবিদ্যার বাস্তব কাজ তাঁকে প্রকৃতি, গাছপালা ও বাগানের জগতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত রেখেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তিনি digital publishing, online communication এবং artificial intelligence-কে গবেষণা, শেখা এবং সৃজনের নতুন টুল হিসেবে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করছেন।

আমাদের সবকিছু জানতে হবে না। আমাদের দরকার—যখন প্রয়োজন হবে, তখন শিখতে পারার ক্ষমতা ধরে রাখা।

যোগাযোগ

ওয়েবসাইট: www.dineshrawat.com

পরিবেশ উদ্যোগ: www.prakritibandhu.org

বাগান ও উদ্যানবিদ্যা: www.greenmall.in

বই ও গবেষণা: Glories of India